মানব তত্ত্ব কাব্য

[illegible]

অনুবাদ

শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় কৃত।

[illegible]

POPE'S ESSAY ON MAN

TRANSLATED INTO BENGALEE VERSE

BY

DOORGADOSS MOOKERJEA



BARAHANAGAR.

PRINTED BY

NARENDRA NATH CHUCKRAVERTY, AT THE

NORTH SUBURBAN PRESS.

1875.

মূল্য [illegible] আনা।

মুখবন্ধ।

এই মানবতত্ত্ব কাব্য কোন নূতন গ্রন্থ নহে। ইহা ইংরাজি কবি পোপ্ কৃত মানবতত্ত্ব কাব্যের মর্ম্মানুবাদ মাত্র। মূল গ্রন্থের সকল ভাবই যে এই অনুবাদে সংরক্ষিত হয় নাই ইহা বলা বাহুল্য। তবে নিতান্ত আবশ্যক নাহইলে কিছুই পরিত্যাগ করি নাই। কোন কোন স্থানে বা নূতন কিছু সন্নিবেশিতও হইয়াছে। ফলতঃ কিছু স্বাধীনভাবে অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন করা গিয়াছে। ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ এতদ্দেশীয় সর্ব্ব সাধারণের সুখবোধ করিবার জন্য এতল্লিখিত ব্যক্তিদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। দুরূহ ভাবাদিরও টীকা করিয়া দেওয়া গেল। যাহা হউক, কাব্যানুবাদ কেহ কেহ ভাল বাসেননা, নিতান্ত অপাঠ্য না হইয়া থাকে, মঙ্গল।

পোপ্ মানবতত্ত্ব কাব্যের পরিশিষ্টরূপে তাঁহার সর্ব্ববাদী সম্মত স্তোত্রটি প্রচারিত করেন। বস্তুতঃও তৎপ্রণীত সর্ব্ববাদী সম্মত স্তোত্রেতে তাঁহার মানবতত্ত্ব কাব্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এই বিবেচনায় এই গ্রন্থের ও পরিশিষ্টে উহা পরিগৃহীত হইল।

পরিশেষে অবশ্য স্বীকার্য্য যে এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ উকীল মহাশয় আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

বনহুগলি,
১১ মাঘ ১২৮১ সাল।

শ্রী দুর্গাদাস শর্ম্মা।

সূচি পত্র।

মানব তত্ত্ব কাব্য।

—০ঃ*ঃ()ঃ*ঃ০—

প্রথম সর্গ

এস মিত্রবর! (১) ছাড়ি সামান্য বিষয়,
সামান্য জনেরে, ক্ষুদ্র জীবন সময়,
বিনিয়োগ করি, শ্রেষ্ঠ তত্ত্বানুসন্ধানে ;—
মানব জীবন কিবা, অন্ততঃ এখানে।
অতীব জটিল নরতত্ত্ব সুমহান্;
কিন্তু সে নিয়মশূন্য, নাহি হয় জ্ঞান।
যাহা হ'ক্ মানব জীবন-ক্ষেত্র বন,
বৃক্ষ লতা তথা সব স্বতঃ সুশোভন,
কিম্বা এ উদ্যান সহ নিয়ম শাসন।
এস মোরা মিলি ইথে পর্য্যটন করি,
দেখি এর কোথায় কি নৈপুণ্য মাধুরি,
নিম্নতল ভাগ কিম্বা সুউচ্চ শিখর,
কিম্বা অন্ধতম কৃমী মৃত্তিকা উপর,
কিম্বা সে খেচর যার গগন বিহার,
সুধু চক্ষে দেখি, হেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কার!
সর্ব্ববিধ প্রকৃতি করিব আলোচনা,
ধরিব যথায় থাকে এক কুমন্ত্রণা।

এস মিত্রবর—কবি স্ব সমান কোন বিজ্ঞান-বিৎ পণ্ডিতকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া এই তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন।

পরীক্ষা করিব কার কেমন ব্যাভার,
বেদনিব উপহাস্যে যত কদাচার।
সম্মান প্রদানে কভু নহিব কৃপণ,
যেখানে দেখিনা, ন্যায় ভদ্র আচরণ।
নিয়ত ভ্রমিব কিন্তু করিয়া সন্ধান,
প্রমাণিতে, সর্ব্বত্রেতে বিভু দয়াবান।
ঊর্দ্ধে বিভু ধরায় মানব, যাই বল,
তর্কের সোপান জ্ঞান নতুবা বিফল।
নরের অবস্থা যথা প্রত্যক্ষ হেথায়,
তাহাই ধরিয়া তর্ক মীমাংসাও তায়।
অসংখ্য জগতে বিভু মহিমা প্রকাশ,
আমরা দেখিব কিন্তু হেথা যে আভাস।
বিস্তীর্ণ নভোমণ্ডলে প্রবেশি নয়ন,
নিরীক্ষণ করে যেই বিশ্ব-বিধারণ।
নির্ণয় করিতে পারে কি চারু কৌশলে,
একের নিয়মে অন্য অন্য সৃষ্টি চলে।
কোন্ লোকে কেমন মানব যেই জানে,
সেই জানে কেন নর এমন এখানে।
কিন্তু তুমি পার কি কহিতে সুনিশ্চয়,
এ সৃষ্টির নিয়ম বন্ধন সমুদয়?
কাহাতে কাহাতে এর নৈকট্য অধিক,
কে কাহার অধীন, স্বাধীন স্বাভাবিক?
কিম্বা কিবা শৃঙ্খলা ইহাতে বিদ্যমান?
পারনা;——অংশ কি কভু সমষ্টি সমান।
যে মহান রজ্জু, এ ব্রহ্মাণ্ড বান্ধা যাতে,
বিভু না তোমার, সেই রজ্জু কার হাতে?
গর্ব্বিত মানব! সদা নির্ণয়িতে চাহ,

কেন বা দুর্ব্বল, তুমি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি নহ।
এ কথা রাখিয়া আগে এ মীমাংসা কর,
কেন না হইলা ওহে ক্ষীণ অঙ্গান্তর।
বসুন্ধরা জননীরে জিজ্ঞাস তোমার,
সাল বড় কেন, ক্ষুদ্র এত বৃক্ষ আর।
কিম্বা অই দ্যুলোকে সুধাও কি কারণ,
স্রষ্টার সমান নহে সৃষ্ট জীবগণ,।
সৃজন প্রণালী মাঝে যদি এ নিশ্চয়,
অনন্ত জ্ঞানের কার্য্য মঙ্গল আলয়।
পূর্ণ বা অপূর্ণ তথা যাবৎ কিঞ্চিৎ,
লঘু গুরু ক্রম পরস্পর যথোচিত।
তবে এই বুদ্ধিজীবী জীব শ্রেণী মাঝে,
মানবের উপযুক্ত স্থান এক আছে।
অতঃপর প্রশ্ন এই, করহ সন্ধান,
কোন স্থান মানবের উচিত সম্মান?
স্থাপিলা তাঁহারে যথা পরম ঈশ্বর,
কিম্বা তাঁর আছিল উন্নত গত্যন্তর?
মানব বিষয়ে যাহা মন্দ জ্ঞান হয়,
চরাচর সম্বন্ধে তা কভু মন্দ নয়।
বহু পরিশ্রমে আর বিবিধ কৌশলে,
মানবের একটি কল্পনা মাত্র ফলে।
ঈশ্বরের উদ্দিষ্ট অনেক প্রয়োজন,
একোপায়ে সুসিদ্ধ সে বুঝে কোন্ জন?
অতএব মানব যে প্রধান এখানে,
হয়ত সেবয়ে অন্যে অন্য জন স্থানে।
বৃহৎ জগৎ যন্ত্র কে জানে সকল,
ক্ষুদ্র এক চক্র তার এই মহীতল,

ইহার গতিতে চলে অন্য চক্রাবলী,
একের স্বাস্থ্যেতে সুস্থ জগৎ মণ্ডলী।
উচ্চগ্রীব তুরঙ্গম জানিবে যে দিন,
তেজঃপুঞ্জ, তথাপি সে কেন নরাধীন?
কেন যবে জানিবে বলদ মন্দগতি,
কভু হলচালন, আদেশ তার প্রতি।
কভু বা বিনষ্ট সে, নরের ভক্ষ্য তরে,
কেন বা তাহারে নর পুজয়ে মিশরে।
তখন বুঝিবে দম্ভী নর বিচেতন,
কেন সে হইল, তার কেন হৃদি মন।
কেন কভু কার্য্য, কভু দুঃখ বা তাড়না,
কঠিন দাসত্ব কদা দেব সম্মাননা।
অতএব কহ না নহে নর পূর্ণ নয়,
বিধাতা করিলা তায় দুঃখের আলয়।
বুঝিয়া দেখিলে নর সেই পরিমাণে,
পাইয়াছে বুদ্ধিবল সঙ্গত এখানে।
যাদৃশী অবস্থা তার উপযুক্ত জ্ঞান,
মুহূর্ত্ত সময়, এক বিন্দুমিত স্থান।
পূর্ণতা লভিবে নর যদি এ নিশ্চয়,
ক্ষতি কি এখানে কিম্বা অন্য লোকালয়।
সুদিন যেমন আজি ঠিক সেপ্রকার,
শত বর্ষ পূর্ব্বেতে বা ঘটিল যাহার।
ক্রমশঃ উন্নতি লাভ চরমে পূর্ণতা,
সর্ব্বত্র সমান বিধি করিলা বিধাতা।
ভাবী গ্রন্থ গুপ্ত জীবে দেব অভিপ্রায়,
বর্ত্তমান বিনা কেহ জানিতে নাপায়।
বুদ্ধিহীন জীবের অধিক জ্ঞাত নরে,

নরের অধিক পুনঃ বিদিত অমরে।
এইরূপ সসীম নহিত যদি জ্ঞান,
জীবের কুশল কোথা, কে ধরিত প্রাণ ?
যেই মেষে আজি তুমি বধিবে এখনি,
তব জ্ঞান পাইলে সে করিত কঁদুনি ?
যতক্ষণ না লাগে আঘাত তার গায়,
তখন নির্ব্বোধ দেখ অর্ঘ্য প্রতি ধায়।
উত্তোলিত যেই হস্ত বধিবার তরে,
সেই হাত চাটিছে সে দেখ স্নেহভরে।
বিধি নিয়োজিত এই ভাবীর অজ্ঞান,
ইহাতে জীবের, আহা! কতই কল্যাণ।
না যদি করিত বিধি ভাবী সংগোপন,
বিভু আজ্ঞা নারিত পালিতে কোন জন।
সকলে দেখেন তিনি সস্নেহ নয়নে,
চটকের পতন যেমন বীর রণে।
পরমাণু কিম্বা কোন প্রকাণ্ড আকার,
সৃষ্টির বিলোপে সদা সমচিন্তা তাঁর।
অতএব না ভাবিহ নিরাশ এখন,
সাবধানে এই পথে করহ গমন।
যতদিন সুশিক্ষক মৃত্যু নাহি আসে,
পূজ বিভু পদ ভাবী মঙ্গল আশ্বাসে।
ভবিষ্য-কল্যাণ-জ্ঞান, পাও নাই বটে,
তুল্য সুখ আশা তার দেখ চিত্তপটে।
সুখ আশে পূর্ণ সদা মানব অন্তর,
অদ্য সুখী নহে নর সুখী অতঃপর।
নির্ব্বাসিত কারারুদ্ধ সদত যেমন,
প্রার্থয়ে সুখের তরে কারা বিমোচন।

অসুখী মানব আত্মা রুদ্ধ ভিন্ন দেশে,
একমাত্র নির্ভর সুখের অবশেষে।
দেখ ঐই অনক্ষর দরিদ্র বর্ব্বর,
মেঘেতে হেরয়ে যেই পরম ঈশ্বর।
অশিক্ষিত তবু তার শ্রবণ বিবরে,
বায়ুর স্বনন সর্ব্ব-শক্তি গান করে।
গর্ব্বিত বিজ্ঞান নাহি শিখাইল তায়।
কোন পথে কবে কোন গ্রহ আসে যায়।
তথাপি তাহার মন প্রকৃতি প্রসাদে,
স্বর্গ সুখে আশ্বাসিত, শান্তিসাধ সাধে।
নাহ'ক উন্নত তত প্রার্থনা তাহার,
একদিন সুখী হব আশা ত তাহার।
অভ্রভেদী শৈল-স্কন্ধে নিভৃত আলয়;
কিম্বা কোন রম্য দ্বীপ সাগর মাঝায়।
ভাবে সে যাইবে যথা দাসত্ব কঠিন,
স্বর্ণাতুর চর তার, হৃদয় বিহীন,
নারিবে ক্লেশিতে তারে আর একদিন।
স্বাভাবিক ইচ্ছা তদধিক নাহি যাচে,
অমরের জ্যোতিঃ পাখা বিভব যা আছে।
সকলে সমান, নাহি দাসত্ব যন্ত্রণা,
হেন স্থানে স্বর্গ তার একান্ত প্রার্থনা।
সরলা প্রেয়সী আর বিশ্বাসী কুকুর,
তাপিতে তাদের রস ঐশ্বর্য্য প্রচুর।
যাও, বিজ্ঞতর তুমি বিধির বিধানে,
ওজন করিয়া দেখ বুদ্ধি তুলামানে।
অপূর্ণ বলহ যথা ত্রুটি বোধ হয়,
পূর্ণ কহ গিয়া যথা অপূর্ণ নিশ্চয়।

বধ গিয়া জীব-দলে কৌতুক আবেশে,
কিম্বা শ্রেষ্ঠ তুমি তব ভোজন উদ্দেশে।
অথচ অসুখী নর, দৈব অবিচারে,
এই বলি, খেদ কর নিন্দ বিধাতারে।
মানবেরি সুখাসুখ মানব কল্যাণ,
সবে ফেলি, কেন নাহি চিন্তে ভগবান।
গুরুতর অন্যায় এ, অতি অবিচার।
কাড়ি লও রাজ-দণ্ড, কর্ত্তৃত্ব তাহার।
কর্ত্তৃত্বের ভার রাখে হেন জন হাতে?
আপনি ব্যবস্থা কর সুবিধা যাহাতে।
যেখানে যেখানে দেখ কিছু অবিচার,
ঈশ্বর-ঈশ্বর তুমি, ভুল ধর তাঁর।
অহংকার বুদ্ধির গৌরবে ভুলি, হায়!
আত্ম গ্রাম ছাড়ি লোক ঊর্দ্ধদিকে ধায়।
অহংকার সদত যাহার অনুধ্যান,
লভিতে প্রধান পদ, উচ্চতম স্থান।
নর চাহে দিব্য-ধাম অমর সম্পদ,
অমর প্রার্থনা পুনঃ স্রষ্টা বিভুপদ,
দেবত্ব (১) আকাঙ্খী যদি, অমর পতিত,
নর-অমরতা স্পৃহা, অবশ্য গর্হিত।
উল্‌টাইতে চাহে যেই, প্রকৃতির গতি,
নিখিল কারণ আগে, পাপী সে কুমতি।
জিজ্ঞাস, কিহেতু অই জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল,
পৃথিবী কি হেতু? দম্ভী বলে সে সকল।

---

(১) দেবত্ব ইত্যাদি—ইংরাজ কবি মিল্‌টন স্বর্গের অমরদিগের ঈশ্বর বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতা চারণ এবং তাঁহাদের পতন বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট কাব্য প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

তার তরে, প্রকৃতি উদ্ব্যক্তা নিরন্তর,
বানাইতে বৃক্ষ লতা পুষ্প মনোহর।
বর্ণে বর্ণে, তার তরে গোলাপ, আঙ্গুর,
আকর্ষণ করে রস সৌরভ প্রচুর।
তার তরে, সমুজ্জ্বল খনি শতশত,
মহামূল্য রতন হীরক মরকত।
সহস্র নির্ঝর হতে, ঝরে তার তরে,
সুখ স্বাস্থ্য স্রোত প্রকৃতি স্তরে স্তরে।
সমুদ্র বাহন, তার, আলো দিবাকর,
পৃথিবী আসন, নভঃ চাঁদোয়া সুন্দর।
প্রকৃতির সদয় এভাব কি কখন,
না হয় বিরূপ, যবে প্রচণ্ড তপন,
অসংখ্য জীবের প্রাণ করয়ে নিধন?
কিম্বা যবে, ভুমিকম্প অতি ভয়াবহ,
অর্দ্ধেক নগর গ্রাসে, গৃহ দ্বার সহ?
কিম্বা যবে ঝটিকা উড়ায়ে লয়ে যায়,
সাগর তরঙ্গ তলে দেশ সমুদয়;
তদুত্তরে কহে সে, না;-জগত কারণ,
একই নিয়মে সবে করেন পালন।
অমঙ্গল একের, অন্যের হিতকর,
সেই হেতু দেখা যায় হেন ভাবান্তর।
অল্প পরিবর্ত্ত ইথে, বহুদিন পরে,
সৃষ্টির মঙ্গল ভাব হ্রাস নাহি করে।
ত্রুটি শূন্য কিবা বল, জগন্মণ্ডলে;
তবে যে সে ক্ষুদ্র নর পূর্ণ নহে বলে?
মানবেরি সুখ যদি একি অভিপ্রায়,
তাহলে প্রকৃতি বটে প্রতিবাদী তায়।

নর সে প্রকৃতি গত, সেও তত প্রায়।
মানব সুখের তরে প্রকৃতি যেমন,
সময়ে সুবৃষ্টি রৌদ্র করিবে প্রেরণ।
তেমনি মানব, নিজ হৃদয় আলয়ে,
শাসনে রাখিবে শত বাসনা নিচয়ে।
অক্ষয় নির্ঝর যথা নির্ম্মল আকাশ,
তথা নর-মিতাচার, শান্তি অভিলাষ।
ভাল, যদি দেবোদ্দেশ্য বিফলীকৃত নয়,
ভূমিকম্পে, মড়ক বা অন্য দুঃখোদয়।
রঘো (১) বা সিজর (২) তবে কেন দোষী হয়?
কে জানে বিধাতা বিনা, যাঁর এক হাত,
সাগরের বৃদ্ধি; আর বাত্যা বজ্রপাত।
কেন তিনি দিলেন সে সিজরের মনে,
দুর্দ্দম্য বাসনা বা রঘোর লোভ ধনে।

(১) রঘো—রঘো প্রসিদ্ধ নামা ডাকাইত; জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী পাইঘাটির নিকট বাঁসদিনি গ্রামে ইহার নিবাস; এই দস্যু জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিল, কথিত আছে উহার দৌরাত্ম্যে এককালে তাবৎ বঙ্গদেশ না হউক ইহার অনেক গুলি জেলার লোক অতিমাত্র উৎপাত গ্রস্ত হইয়াছিল। বরাহনগর নিবাসী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে রঘুরামের শেষ দৌরাত্ম্য, তৎপরে ধৃত হইয়া কাশীপুরে রামহরি ঠাকুরের বাগানে, তাহার ফাঁসি হয়। রামহরি ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মণ শোণিত পাতে নিজ উদ্যান অপবিত্রীকৃত জ্ঞানে তথায় দ্বাদশটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন; প্রসিদ্ধ জমীদার বাবু প্রাণনাথ চৌধুরী মহাশয়ের কাশিপুরের বাটীর পূর্ব্বদিকে, ঐ সেই দ্বাদশ মন্দির। শুনা গিয়াছে রঘরাম লুণ্ঠিত বহু অর্থ, কন্যা-দায় ও পিতৃ মাতৃ দায়গ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে দানও করিতেন।

(২) সিজর,—রোমীয় সেনাপতি জুলিয়স সিজর ইনি অতি ঘৃণিত ভাবে সমুদয় রোম • রাজ্য অধিকার করিতে উদ্যত হইয়া ছিলেন।

ফিলাগি বা যুবক আমন (১) সে প্রকার,
লণ্ড ভণ্ড করিল সুসভ্য স্থাপনার।
অহংকারে আমাদের বিচার বাসনা,
ভাল মন্দ ভৌতিক, নৈতিক বিড়ম্বনা।
ভূমি কম্প হউক তাহাতে ক্ষতি নাই,
সিজরের প্রাদুর্ভাব সহিতে না চাই।
ধাতার নির্দ্দেশ, তার এই সুবিচার,
মানবের অকুণ্ঠিত বশ্যতা স্বীকার।
আমাদের শুভ বলি যেন বোধ হয়,
নির্ব্বিরোধ ভূত গণে, শান্ত রিপুচয়।
জল বায়ু কদাচ বিবাদী, পরস্পরে,
সদত সদ্ভাব, ধর্ম্ম মানব অন্তরে।
কিন্তু ভূতগণ নিজ স্বভাবানুসারে,
বিবাদ নহিলে তারা থাকিতে না পারে।
রিপু গণো, মানবের জীবন সহায়,
তাদেরিত ভক্ষ্য, ভোজ্য, বাঁচিয়াছি যায়।
ভৌতিকে যে নিয়ম, স্থাপিলা ভগবান,
রক্ষে জীব মানবেও, তাই সুবিধান।
কিন্তু সে মানব, হায়, তুষ্ট নহে তাহে,
কভু দেব-দৌত্য, কভু উচ্চ সত্ত্ব চাহে।
কভু ধরাতলে আসি, ক্ষুব্ধ মনে মনে,

(১) যুবক আমন নামে,—আলেকজণ্ডারকে বুঝাইবে ইনি ইউরোপের অন্তর্গত মাসিডোনের অধিপতি ফিলিপের পুত্র ছিলেন, এবং নিজবাহুবলে অনেক দেশ অনেক রাজ্য জয় করেন। ইঁহার দিগ্বিজয় সমস্ত অতি ভয়াবহ, তদ্দ্বারা যে কত রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন, দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া ছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায়না। অভিমানী, দিগ্বিজয় কালে প্রসিদ্ধ জুপিটর আমন দেবের মন্দিরে গিয়া পাণ্ডাদিগের দ্বারা আপনাকে জুপিটার আমনের পুত্র বলিয়া প্রচারিত করিতে চান, লুব্ধ ও ভীত পাণ্ডারা তাহাতেই সম্মত হয়।

বৃষভের বলাধিক্যে, ভল্লুক-বসনে।
তব সেবা হেতু যদি নিখিল কারণ,
সৃজিলা বৃষভ আদি যত জীব গণ।
পুনঃ কি লাগিয়া বল, শক্তি তাসবার,
দিবেন তোমারে এযে বৃথা আবদার।
জীব সবে প্রকৃতি সদয় যথোচিত,
অর্পিলা ইন্দ্রিয় শক্তি, যথা যে বিহিত।
একটি অভাব পূর্ণ অন্যবিধ দানে,
দ্রুত গামী অতি যে, সে অল্প বলাধানে
যেমন অবস্থা যার প্রকৃতি তেমন,
যোগ বা বিয়োগ সহে নাহি একজন।
প্রতি পশু, প্রতি কীট, জিজ্ঞাস সবারে,
কেহ ক্ষুণ্ণ নহে, নিজ অবস্থানুসারে।
সন্তুষ্ট তাবৎ জীব, তাবৎ প্রকৃতি,
বাম কি বিধাতা শুদ্ধ মানবের প্রতি?
বুদ্ধি জীবী যাহারে গড়িলা ভগবান,
সকলি তাহার চাই, বৃথা অভিমান।
মানবের সুখ (দম্ভ যদি উহা পায়,)
মনুষ্যত্ব ছাড়ি নহে, নিহিত তাহায়।
এই হস্ত পদে যদি আবির্ভূত হয়,
অন্য কোন জীবের সামর্থ্য সমুদয়।
কিম্বা যদি এআত্মাতে কচিৎ সঞ্চারিত,
অপর কাহার স্ফূর্ত্তি প্রকৃতি অতীত।
অসম্ভব যদিও এসুখের কল্পনা,
সাধ্য কি ধারণ করি হেন বিড়ম্বনা।
অনুবীক্ষণ সদৃশ নয়ন কেন বিধি,
না দিলা মানবে এই তর্ক কর যদি?

মক্ষিকার তাদৃশ নয়ন প্রয়োজন,
মানব মক্ষিকা নহে, এই সে কারণ।
ক্ষুদ্রতম দ্রব্য মাত্র, তাহে দেখা যায়,
নর কি স্বরগ শোভা দেখিবেনা তায়।
স্পর্শ জ্ঞান যদ্যপি হইত সুপ্রবল,
বায়ুস্পর্শে কাঁপিত কাঁদিত অবিরল।
তথৈব আঘ্রাণ যদি তীক্ষ্ণ অতিশয়,
গোলাপ-সৌরভে নর মরিত নিশ্চয়।
কিম্বা যদি অসহ্য বাজিত নর কানে,
ক্ষুদ্র ঝিঁ ঝিঁ রব সে অশনি পরিমাণে।
মৃদুল বায়ুর শব্দ নদীর কল্লোল,
কেমনে শুনিতে তুমি গীতি মধুরোল।
অতএব কে বলিবে বিভু অসদয়,
গড়িলা মানবে হেন, হেন বস্তুচয়।
স্থষ্টির শৃঙ্খলা ক্রম যতদূর যায়,
জড় হৈতে জীব, ক্ষুদ্র হৈতে বৃদ্ধি পায়।
ক্ষুদ্রতম পতঙ্গেতে যে অল্প মাত্র জ্ঞান,
তদূর্দ্ধ শ্রেণীতে উহা কত বলবান।
দর্শনের তীক্ষ্ণতা কেমন বাড়িয়াছে,
অন্ধ প্রায় ছুঁচা, আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাজে।
শিকারানুধাবিতা সিংহীর আঘ্রাণ,
সারমেয় সুক্ষ্মতার কত পরিমাণ।
শ্রবণের পারিপাট্য দেখ কি বাহার,
জলচর সবে, শূন্যে বিহঙ্গম আর।
মাকড়ের স্পর্শ জ্ঞান কত সুক্ষ্মতর,
মক্ষিকা ছুঁইতে জাল ব্যস্ত সে পামর।
সুন্দর মৌমাছি পুনঃ দেখ কি বিচার,

গরল ত্যেজিয়া শুধু লয় পুষ্পসার।
কৰ্দ্দম অবলুণ্ঠিত শূকরের সনে,
বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখ হয়, হস্তীগণে।
বুদ্ধিহীন শূকরের বুদ্ধির তুলনা,
জ্ঞানবান্ মাতঙ্গে কেবল বিড়ম্বনা।
পশু বুদ্ধি আর জ্ঞানে কতই প্রভেদ,
কতই নিকট কিন্তু সূক্ষ্ম পরিচ্ছেদ।
বিবেচনা স্মৃতিতে নৈকট্য চমৎকার,
কত বিভিন্নতা কিন্তু চিন্তা চেতনার।
মধ্যবর্ত্তী প্রকৃতি অত্যল্পে ধরাযায়,
তথাপি বিভিন্ন কত সূক্ষ্ম বেড়া তায়।
এই বিভিন্নতা হেতু বশ এ উহার,
বুদ্ধিমান্ হেতু তুমি প্রভু সবাকার।
সকলের প্রভুত্ব লভিলা যেই বলে,
সৰ্ব্ব জীব বল তব হইল না ফলে?
দেখ এই আকাশ সমুদ্র মহীতলে,
জড় জীব মনুষ্য হতেছে কি কৌশলে!
ঊৰ্দ্ধে কত উন্নত চেতন সম্ভাবিত,
চতুর্দ্দিকে নিম্নশ্রেণী কতই বিস্তৃত।
বিস্তীর্ণ জীবের শ্রেণী আরম্ভ ঈশ্বরে,
বিভিন্ন প্রকৃতি, দেব, নর, পরে পরে।
পশু পক্ষী মৎস্যাদি কীটাণু ক্ষুদ্রতম,
চক্ষুর অদৃশ্য, হেন কাচ সে অধম!
অসীম ঈশ্বর হৈতে সসীম তোমাতে,
তোমা হইতে নিম্নে ভুত, সৃজন যাহাতে।
উচ্চতম জীবের শকতি যদি চাই,
নিম্নতম চাহিবে মোদের, কথা নাই।

এই রূপে সৃজন শৃঙ্খল, এক স্থানে,
ভাঙ্গিলে, ভাঙ্গিবে যথা তথা পরিমাণে।
প্রকৃতি শৃঙ্খল গ্রন্থি একটি ভাঙ্গিলে,
দশম্ বা দশ সহস্রম্ সব ভগ্ন ফলে।
পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ এবিশ্বমণ্ডলে,
পরস্পর সংবদ্ধ থাকিয়া ঠিক চলে।
কিন্তু যদি একের অন্যথা কিছু হল,
সমুদয় বিচ্ছিন্ন বিনষ্ট সে সকল।
নিজ কক্ষ ছাড়ি যদি পৃথিবী পলায়,
ছুটিবে তাবৎ গ্রহ সূর্য্য বা কোথায়।
দেবগণ বিচ্যুত পড়িলে ভিন্ন স্থানে,
কোথা নর কোথা জীব, জ্যোতিষ্ক গগনে।
জগতের মুল—মধ্য টলিবে সকলে,
সৃষ্টি বিকম্পিত আসি বিধি পদতলে।
কার তরে, ভাঙ্গিবে এ সুচারু শৃঙ্খলা,
তোর লাগি, পামর মানব, দূর পলা!
পদ যদি না চলিয়া, হস্ত কর্ম্ম ফেলি,
মস্তকের স্থানে গিয়া বসে কুতূহলী।
মস্তক নয়ন পুনঃ, কিম্বা কর্ণদ্বয়,
সেবিতে মানসে যদি অসম্মত হয়।
তথৈব অন্যায় যদি অঙ্গ অঙ্গান্তর,
আক্রমণ করে ছাড়ি নিজ কর্ম্ম, ঘর।
তথৈব অন্যায় দুঃখ বিধির বিধানে,
সর্ব্ব সৃষ্টি কর্ত্তা তিনি সবে তাঁয় মানে।
তাবৎ সৃজন এক দেহ সুমহান্,
মোয়া সবে অঙ্গ তার, বিভু তার প্রাণ।
সেই প্রাণ ভিন্নরূপে সরে অবিরত,

পৃথিবীতে যেমন, আকাশে ওতপ্রোত।
সূর্য্যে সেই তেজঃ সেই শৈত্য সুমলয়ে,
তারকা জ্যোৎস্না সেই পুষ্প বৃক্ষ চয়ে।
সকল জীবের প্রাণ, সর্ব্বত্র বিস্তৃত,
অখণ্ড প্রভাবে ব্যাপ্ত ন্যুন কদাচিত।
আমাদের আত্মার প্রাণন্ তাহা হৈতে,
দেহের গঠন, বল, সৌন্দর্য্য তাহাতে।
পূর্ণ বিচক্ষণ যথা ক্ষুদ্রতম চুলে,
তথা সুমহান্ তত্ত্ব নর হৃদি মূলে।
নীচ নরে, পামর সে সদা গণ্ডগোল,
আর সে অমরে যার স্তুতি উভরোল।
তাঁর কাছে ছোট বড় সকলে সমান,
পূর্ণ তিনি সবে একই করেন বিধান।
ক্ষান্ত হও, তবে আর অপূর্ণ বলনা,
মানবের সুখ তাহে তুমি যা ভাবনা।
আপন অবস্থা বুঝ, এ শক্তি তোমার,
বিভু পরিমিত দান, সুখের আধার!
বশ্যতা স্বীকার কর, হেথা বা সেথায়,
নিশ্চিত সে সুখে তুমি অধিকারী যায়।
এক মূল শক্তি, যাঁর কর্ত্তৃত্ব অধীনে,
মঙ্গল তোমার, কিম্বা জন্ম মৃত্যু দিনে।
প্রকৃতি, কৌশল চারু তুমি জ্ঞাত নও,
অদৃষ্ট, আদেশ, তুমি দেখিতে না পাও।
বৈচিত্র্য, নিয়ম, নর বুঝিবারে নারে,
অনেকের বিপদ মঙ্গল সবাকারে!
দম্ভী যাহা বলুক, ভ্রমান্ধ যা বলয়,
এক সত্য স্থির, "এ সৃজন শিবময়"।

দ্বিতীয় সর্গ

অতএব হে মানব! সাহস করনা,
গুরু বিভু তত্ত্বে আগে জিজ্ঞাস আপনা।
অসীম মঙ্গলালয় আত্মপরিচয়,
সে বিনা বিফল অন্য জ্ঞান সমুদয়।
মধ্যবর্ত্তী স্থানে নর তব অবস্থিতি,
একদিকে পশুত্ব, অপরে দৈব জ্যোতিঃ।
পশু হৈতে শ্রেষ্ঠ, নহ অমর সমান,
কভু পূর্ণ অভিজ্ঞতা কভুবা অজ্ঞান।
সুদিব্য মহত্ত্বে তুমি কভু বিভূষিত,
কদাপি আবার, হায়! হীন অনুচিত!
জানিও, কহিতে নার ষ্টোয়িকের (১) সনে,
জানিনা বা কেমনে কহিবে দম্ভমনে।
মধ্যে লম্বমান তুমি জাননা নিশ্চয়,
পশুত্ব দেবত্ব কিম্বা তোমার নির্ণয়।
শরীর বা আত্মা শ্রেষ্ঠ সুবিদিত নহ,
নতুবা সংশয় কেন, কেন ভীত রহ।
জনম মরণ হেতু কিবা কার্য্য আর,
ভ্রম হেতু বুদ্ধি? কই তব সুবিচার?
অল্প বা বিস্তর নর, যত চিন্তা কর,
সমান অজ্ঞান তুমি সম ভ্রান্তিপর,
রিপু কলুষিত সদা ধীশক্তি তোমার।
অনুচিত পথে তাই যাও বার বার,

(১) ষ্টোয়িক ;— রোমীয় পণ্ডিত সম্প্রদায় বিশেষ, ইঁহারা ধর্ম্মের অতিশয় সমাদর করিতেন ; জিতেন্দ্রিয় হওয়া, ইন্দ্রিয়দিগকে সম্পূর্ণ রূপে দমন করা কর্ত্তব্য মনে করিতেন; ইঁহাদের মতে আত্মহত্যা, পাপ নহে ; এবং পরলোকের শাস্তি পুরস্কারের ভয় ও আশা না করিয়া মনুষ্য স্বকর্ত্তব্য সাধন করিবে।

আপন প্রকৃতি সেই মলিন দর্পণে,
দেখিতে নাপাও তা বা পাইবে কেমনে।
পূত উৎস সন্নিধানে বহে যতক্ষণ,
বিমলা তটিনী, তদা সুস্বচ্ছ দর্পণ।
প্রতিভাত প্রকৃতি তাহাতে অবিকল,
প্রকাণ্ড পর্ব্বত সহ রম্য বনস্থল।
কিন্তু সে নীচগা যবে গিরি উৎস হতে,
সমাগতা সুদূর মলিন পৃথিবীতে।
পৃথিবীর অনুরোধে, ধরেনা সে আর,
বিধি বিরচিত রূপ যেমন যাহার।
অর্দ্ধেক উন্নত, অর্দ্ধ নিকৃষ্ট তোমার,
সকলের প্রভু, তবু অধীন সবার।
সত্যাসত্য বিচারে একাকী অধিকারী,
তথাপি সদত ভ্রমে, সদা বশ তারি।
জগৎ মহিমা পুনঃ তামাসা তাহার,
নররূপ হিঁয়ালি বুঝিবে সাধ্য কার।
চমৎকার জীব! উঠ, বিজ্ঞান শিখরে;
মাপ গিয়া মেদিনী পবন, প্রভাকরে।
নির্ণয় করিয়া বল জলধির ফাঁপ,
ভাটা আর জোয়ারের বাসন্ত প্রতাপ।
অথবা কহিয়া দেও অই গ্রহগণে,
সদত যেপথে তারা, ভ্রমিবে গগনে।
সময় গণনা যদি ঠিক নাহি থাকে,
রবি ঘড়ি ফিরাইয়া আন তায় আঁকে। (১)

(১) আঁকে—রাশিচক্র, বার অঙ্ক ; এক ২ মাসে পৃথিবী এক ২ রাশিতে পদ নিক্ষেপ করত সম্বৎসরে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে ; চৈত্র সংক্রান্তিতে বৎসর আরব্ধ হয়।

ধীর প্লেটো (১) সনে গিয়া উঠ সে গগনে,
আদি সত্য মঙ্গল পুরুষ যেই স্থানে।
অথবা চলহ, পরে চলিল যেমন,
কুটিল কুতর্ক পথে তাঁর শিষ্যগণ।
পৌত্তলিক ভাবে বিভু প্রতিমূর্ত্তি গড়ি,
শির নমাইয়া পুজ বুদ্ধি পরিহরি।
অনন্ত জ্ঞানেরে আজি শাসন শিখাও,
আত্ম তত্ত্বে হারি কালি আপনা লুকাও।
উন্নত অমরগণ দেখিলা যখন,
মর নর নিসর্গ করিছে নিরূপণ।
প্রিয়মানি, পার্থিব আকারে দৈব জ্ঞান,
নিউটন (২) বেশে, দেখা দিলা পূন্যবান্।
মানব যেমন কভু পশুবেশ ধরে,
পশুর অতীত নৃত্য নানা ক্রীড়া করে।
তবু দেব নিউটন নারিলা কহিতে,
কোন শক্তি বলবান্ নর চল চিতে।
ধুমকেতু নিয়মে যে করিল নির্ণয়,
মানব সৃজন, শেষ, জানেনা নিশ্চয়।
কি আশ্চর্য্য নরের উন্নত বৃত্তিচয়,

১) প্লেটো ;— গ্রীসদেশের অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত; তাঁহার গুরু সক্রেটিস ; ইহাঁরা ঘোর পৌত্তলিকদের মধ্যে থাকিয়াও পৌত্তলিকতাকে অতি ঘৃণিত পাপ জ্ঞানে পরিহার করেন। আত্মার অমরতা ইহারা অতি বিশুদ্ধ ভাবে সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের জীবনের আদর্শ অতি উচ্চ। ইহাদের শিষ্যগণ ক্রমে আবার সেই পৌত্তলিকতাতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন।

(২) নিউটন ;— প্রসিদ্ধ ইংরাজ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত নিউটন, সৌরজগত সম্বন্ধে অনেক বার্ত্তা আবিষ্কৃত ও প্রচারিত করেন। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার ইহাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠার ভূমি। বস্তুতঃ ইনি বড় গুণবান্ লোক ছিলেন। কবির প্রশংসাবাদ তত অসঙ্গত নয়।

অব্যাহত অন্য তত্ত্ব করিতে নির্ণয়।
নিরন্তর এক হৈতে আরে ব্যগ্র ধায়,
আপনা সন্ধানে কিন্তু চঞ্চল সদায়।
বিবেকের উপদেশে যদি অগ্রসর,
সদা প্রতিবাদী তায় প্রবৃত্তি নিকর।
ত্যজ এ ঔদাস্য, কর আত্মানুসন্ধান,
আত্মতত্ত্ব নর তব প্রকৃত কল্যাণ।
তত্ত্ব বিদ্যা উপার্জ্জন দুরূহ নিশ্চয়,
কিন্তু যত ভাবে লোক তত গুরু নয়।
বিনম্র হৃদয়ে আর সহ দৃঢ় মন,
প্রবেশহ, মন্দিরে, পাইবে দরশন,
দেখিছ যে বাহিরে বিবিধ অলঙ্কার
পাণ্ডাদের প্রদত্ত সে নহে বিমলার,
আপন গৌরব তরে বৃথা আড়ম্বরে,
লুকায়ে রেখেছে মায়, টীকা ভাষ্য স্তরে
সূত্র, ভাষ্য টীকা ফাকি, কূটার্থ নিচয়,
জ্ঞানীদের অভিমান, সম্ভ্রম আলয়,
অর্দ্ধেক উলঙ্গ আর উর্দ্ধ দীর্ঘ ফোটা;
সভারোহণের দানে বেশ মোটা সোটা।
বাঁম মুষ্টি উপরে দক্ষিণ করাঘাতে,
বিস্মিত সকলে যে যে আছিল সভাতে।
তর্কের চাতুর্য্য দেখি কহে লোকচয়,
মানব মস্তিস্ক এত প্রসারিত হয়!
চমৎকার সম্ভ্রম আশ্চর্য্য অভিমান,
বিদ্যারে দুষ্প্রাপ্য করা যার অনুধ্যান।
দারুণ অজ্ঞানানল দহে লক্ষ জনে,
জ্ঞান উৎস রুদ্ধ করা বিহিত কেমনে।

পৌরুষ মহত্ত্ব ইথে নাহি এক কনা,
বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি ইহাতে নিতান্ত বিড়ম্বনা।
দূরে ফেলি জ্ঞানীর গর্ব্বের আড়ম্বর,
তর্ক ভাষ্যটীকা, বাক্‌জাল শোভাকর।
চতুর্বিংশ তত্ত্ব, তন্ত্র, ষড় দরশন,
শ্রীমৎ ভাগবৎ, গীতা শ্লোক অগণন।
কত অল্প সরল এ সকলের সার,
কত অল্প জ্ঞানেতে মঙ্গল হেথাকার।
কতই অল্প বা অতঃপর প্রয়োজন,
তাহাও দেখিবে জ্ঞান সুলভ কেমন।
দুই বৃত্তি মানব প্রকৃতি ভোগ করে,
এক আত্মাদর, অন্য প্রজ্ঞা নাম ধরে।
প্রথমের উৎসাহে মানব কার্য্যে ধায়,
দ্বিতীয়ের বিচার মানব ইষ্ট যায়।
প্রজ্ঞা হিত আত্মাদর অহিত আকর,
এরূপ ব্যাখ্যান কভু নহে ন্যায়পর।
আত্মাদর প্রজ্ঞা দুই উপাদেয় নরে,
নরসুখ প্রজ্ঞানুমোদিত আত্মাদরে।
মানবের সম্পদ বিপদ সমুদয়,
আত্মাদর প্রজ্ঞার প্রাবল্যে লয় হয়।
প্রজ্ঞা চেয়ে আত্মাদর অধিক প্রবল,
মূল গতি শক্তি তাহে চালিত সকল।
প্রজ্ঞা তুলামানে সদা করে পরিমাণ,
মানবের কোন্ কার্য্যে কত অকল্যাণ।
আত্মাদর বিনা সবে নিশ্চেষ্ট থাকিত,
প্রজ্ঞা বিনা বৃথা কিম্বা অকাযে ভ্রমিত।
বৃক্ষ যথা স্থাপিত ধরায় একস্থানে,

কিছু দিন বাড়ি ততঃপর শুষ্ক প্রাণে।
কিম্বা যথা উল্কাগ্নি আকাশে ভ্রাম্যমাণ,
অসীম ভ্রমিছে বিনা অধিক কল্যাণ।
ইষ্ট কিম্বা অনিষ্ঠ বাঞ্ছিত নহে তার,
তথাপি অনিষ্ঠ করে কাছে যায় যার।
সঞ্চালনী শক্তির বলের প্রয়োজন,
শ্রমকার্য্যে সদা চাই দৃঢ় আকর্ষণ।
আত্মাদর কার্য্য অতি কঠিন নিশ্চয়,
প্ররোচনা বলে খণ্ড আলস্য ভুর্জ্জয়।
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত আর সাগরের পার,
স্বার্থ বিনা লয়ে যায় হেন সাধ্য কার।
ধীর শান্ত বিচার শক্তির অধিষ্ঠান,
লাভ ক্ষতি গণনা কল্যাণ অকল্যাণ।
বলবতী প্রবৃত্তি বিষয় সন্নিধানে,
প্রজ্ঞা বলবান্ পরিণাম অনুমানে।
নিকট যে শুভ তাই দেখে আত্মাদর,
প্রজ্ঞার বিচার কি হইবে অতঃপর।
প্রলোভন অধিক সংশয় তত নয়,
প্রজ্ঞা সাবধান কিন্তু ক্ষীণ অতিশয়।
প্রবলের বলহানি সাধিবার তরে,
প্রজ্ঞার আদেশ ধর মস্তক উপরে।
পূর্ব্বাপর দেখি কার্য্য করিতে করিতে।
বিচার অভ্যস্ত হয় অভিজ্ঞতা চিতে।
বিচার পটুতা আর পরিণাম জ্ঞান।
প্রজ্ঞা পুষ্টি হেতু, নাশে আত্ম অভিমান।
যা বলে বলুক জ্ঞানী সুক্ষ্ম দর্শীচয়।
আত্মাদর প্রজ্ঞা কেহ কার শত্রু নয়।

দার্শনিক গণের বিবাদ অভিপ্রায়,
সামঞ্জস্য ভাব অন্য ভাল বুঝা যায়।
সুমতি, সৎকায আর প্রজ্ঞা অভিলাষে,
বিবাদ বাধায়ে দিয়া দার্শনিক হাসে।
শব্দ লয়ে বাতুলে করয়ে বিসম্বাদ,
অর্থে যদি এক হয় কেন যুদ্ধ সাধ।
আত্মাদর প্রজ্ঞার একই অনুধ্যান,
অসুখ দুয়েরি বিষ, আমোদ কল্যাণ।
আত্মাদর পেটুক বিচার নাহি তার,
প্রজ্ঞা পুস্প রাখি করে অমৃত আহার।
আমোদের ব্যাখান যেরূপ সেপ্রকার,
কদাপি আমোদ পুণ্য কভু দূরাচার।
আত্মাদর নিঃসৃত যাবৎ বৃত্তি চয়,
রিপু নামে আখ্যাত ছত্রিশ কিম্বা ছয়।
যথার্থ মঙ্গল কিম্বা মঙ্গল আশ্বাসে,
সদা ভ্রাম্যমাণ তারা ফেরে দেশে দেশে।
সাধারণ হিত চিন্তা অসাধ্য যখন,
প্রজ্ঞার ব্যবস্থা, সাধ আপন আপন।
রিপুগণ আত্মম্ভরী, কিন্তু যদি কাজে,
কেহ নাহি দুঃখ পায় মানব সমাজে।
তবে তায় পবিত্র প্রজ্ঞার সম মানি,
যার যে বিষয় ভোগে কার কিবা হানি?
রিপু মাঝে যতেক সুউচ্চ লক্ষ্যে ধায়,
ধর্ম্ম বলি তাদের প্রশংসা করা যায়।
অকর্ম্মণ্য আলস্যে ষ্টোয়িক দম্ভ করে,
তার ধর্ম্ম সুখ দুঃখ বিহীন অন্তরে।

দ্বিতীয় সর্গ

সংযত সকল রিপু, প্রীতি, আশা ভয়,
মানব মনের স্বাস্থ্য, বল, তাতে নয়
স্থির জড় ভাব নর-শত্রু সুনিশ্চয়।
উত্তাল তরঙ্গে আত্মা আকুলিত করে,
কিন্তু তাহে অল্প ক্ষতি বহু গুণ ধরে।
বিস্তীর্ণ সংসারার্ণবে এই দেহ তরি,
রিপুর বাতাসে চলে, প্রজ্ঞা হাল ধরি।
শান্তি সমাগমে যথা, তথা জলে ঝড়ে,
সর্ব্বত্র সমান বিভু সবে ব্যক্ত করে,
ক্ষিতি অপ মরুদ্ব্যোম হুতাশন আর,
পঞ্চভূত পরস্পরে দ্বন্দ্ব অনিবার।
কিন্তু সবে মিলিয়া জগৎ সৃষ্টি করে,
মহাভূত সম রিপু মানব অন্তরে।
পরস্পর বিরুদ্ধ তথাপি রিপুগণ,
প্রত্যেকে মানব হিত করে অন্বেষণ।
রিপুগণ প্রধান সহায় নরগণে,
তাবৎ ঐশ্বর্য্য সুখ শান্তি সম্পাদনে।
পঞ্চভূত লইয়া বাহ্যিক সমুদয়,
রিপুগণ সম্মিলনে মানব হৃদয়।
শ্রেষ্ঠ আত্মা বলবান্ যাহাদের বলে,
কেমনে অধম হেন বল সে সকলে।
কেমনে বা চাহ নর রিপু নাশিবারে,
রিপু বিনাশিবে আগে নাশ আপনারে।
রিপুর উচ্ছেদ চেষ্টা বৃথা আকিঞ্চন,
কেহ না হইল ইথে সক্ষম কখন।
যথেষ্ঠ, যদ্যপি তুমি চল এসংসারে,
প্রকৃতির পথে রাখি রিপু সবাকারে।

বিভু অভিপ্রায়, প্রকৃতির গূঢ় স্বর,
প্রকৃতি স্মরণে প্রীত মানব, ঈশ্বর।
প্রীতি, আশা, উল্লাস সুখের পরিবার,
অসুখের সহচর, ঘৃণা ভয়, ভার।
কৌশলে মিশায়ে, প্রীতি ঘৃণা আশা ভয়,
আপন আপন শান্তি সাধিবে নিশ্চয়।
কৃষ্ণ শুভ্র বর্ণ লয়ে যথা চিত্রকর,
কৌশলে রচনা করে পট মনোহর।
মানবের সুখ হয় আজি উপস্থিত,
নতুবা হইবে কালি সদা প্রত্যাশিত।
উপস্থিত আস্বাদন ভাবী অনুধ্যান,
নর দেহ মনের একই অনুষ্ঠান।
সুখের বিষয় যত সবে মনোহর,
নর মন একেতে আসক্ত গাঢ়তর।
এই হেতু মানবে বিভিন্ন রিপুগণ,
যার যথা প্রকৃতি, বিচার, আস্বাদন।
অপিচ মানব যাহে মত্ত একবার,
কিসাধ্য সে আর তারে করে পরিহার।
আর যত রিপু কেহ প্রেবেশিতে নারে,
অখণ্ড রাজত্ব তার হৃদয় আগারে।
প্রত্যুত যেমন সদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী,
সুপ্রবল প্রবাহেরে পোষে নিরবধি।
তথৈব মানব হৃদে যত শক্তি আর,
প্রবল রিপুর বৃদ্ধি সাধে অনিবার।
পাইল জীবন শ্বাস মানব যখন,
মৃত্যুর অধীন যথা হইল তখন।
যৌবনের রোগ যাহা বিনাশিবে শেষে,

স্বয়ঃ বৃদ্ধি সঙ্গে বাড়ে দিবসে দিবসে।
তদ্রূপ মানব মনে রিপু রূপ রোগ,
প্রবেশিয়া বাড়ে তার নাহি হে বিয়োগ।
প্রত্যেক উত্তম রস আত্মা পুষ্ট যাহে,
সদত পোষণ করে প্রবাহিত তাহে।
মানব হৃদয় যত বলবান্ হয়,
প্রস্ফুটিত যখনি মানব শক্তিচয়।
কল্পনা নিযুক্ত করে কুবাতাস তার,
বাড়াইতে সেই ব্যাধি শেষ নাহি যার।
প্রকৃতি সম্ভূত অনুধ্যানের পালনে,
সদত বাড়য়ে রিপু বুদ্ধির যতনে।
শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা সেও শত্রু পোষকতা করে,
মিষ্ট ইক্ষুরস কটু প্রভাকর করে।
রিপুর রাজত্বে বল কিবা অধিকার,
হতভাগ্য প্রজা মোরা পূজা করি কার?
না আছে সুঅস্ত্র রিপু না জানে শাসন,
বিপদে আশ্রিতে সদা কহে কুবচন।
অমঙ্গল নিবারে এমন সাধ্য নাই,
মানব প্রকৃতি মন্দ বিলাপ সদাই।
বাতুল আমরা তাই বরিণু যাহারে,
বিধি নিয়োজিত মন্ত্রী ঠেলিয়া প্রজ্ঞারে।
নিন্দায় তৎপর কিন্তু সংশোধনে নাই,
এমন হিতার্থী বন্ধু কোথায় বা পাই?
প্রথমে লইল রিপু বিচারের ভার,
বিচারে হারিয়া এবে ওকালতি তার;
ভাল হইয়াছে কার্য্য কহিয়া এখন,
নানা বাক্যে আত্ম পক্ষ করে সমর্থন।

ক্ষুদ্র রিপু সকলে করেছি পরিহার,
অপদার্থ হায়! এই অহংকার তার।
কিন্তু যে একটি ইথে হইল প্রবল,
সহস্র দুর্ব্বল রিপু তা হতে মঙ্গল।
ক্ষুদ্র শত স্ফোটক ব্যামহ বড় নয়,
এক মহাব্রণে নর জীবন সংশয়।
বিধির নির্দ্দিষ্ট পথ সদা শ্রেয়ঃ নরে,
মীমাংসা প্রজ্ঞার নহে প্রজ্ঞা রক্ষা করে,
সৎপথে চালন প্রজ্ঞার অধিকার,
রিপুর নিধন কভু লক্ষ্য নহে তার;
রিপুসনে শত্রুতা তাহার অনুচিত।
মানবের হিতার্থে সে ঈশ্বর প্রেরিত,
অধিক প্রবল লোক রিপুর আবেশে,
নিরত বিক্ষিপ্ত দেখ বিষয় বিশেষে।
দ্বন্দী বায়ু সম সুপ্রবল রিপুচয়,
আপন অভীষ্ট পথে লইবে নিশ্চয়।
প্রভুত্ব বিজ্ঞান, কিম্বা প্রিয় ধন মান,
আলস্য-আসক্তি কিম্বা অতি বলবান্।
যাবৎ জীবন লোক ফেরে সে সন্ধানে,
সর্ব্বস্ব প্রস্তুত দিতে নাহি আস্থা প্রাণে।
বণিকের শ্রম জ্ঞানীজন ভূষ্টীভাব,
সন্ন্যাসীর শীলতা বীরের হাঁক দাব।
বিসদৃশ যদিও তথাপি সমুদয়,
কাহার বুদ্ধিতে দেখ অংসগত নয়।
অনন্ত বিধির বিধি মঙ্গল আকর
অমঙ্গল মঙ্গল প্রসবে নিরন্তর।
বহু অমঙ্গলাকর নর রিপুদল,

তদূপরি অঙ্কুরিত সদ্ভাব সকল।
তাপমানে পারদ শৈত্যোষ্ণ পরিমাণ,
মরে রিপু, ধর্ম্মাধর্ম্ম ক্ষীণ বলবান্।
প্রবল যেমন রিপু ধর্ম্মও তেমন্,
খাদেতে দ্রঢ়িষ্ঠ যথা মিশ্র ধাতুগণ।
নির্ম্মল প্রকৃতি ধর্ম্ম শুদ্ধ অতিশয়,
রিপুর সংযোগ বিনা সংসারে কি রয় ?
দেহসনে আত্মার মিলন সাধিবারে,
রিপুক্ষেত্রে ধর্ম্মাঙ্কুর তাই শোভাকরে।
বহু বৃক্ষ আছে যাহা নাফলে যতনে,
অযতনে অঙ্কুরিত দেখগো কাননে।
প্রবৃত্তি কাননে তথা শোভে গুণগণ,
অমিতা প্রকৃতি উভে করেন পালন।
সবিষাদ, একারোহ, পূর্ণ ঘৃণা ভয়,
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সততা তাহার সুনিশ্চয়।
ক্রোধীর ব্যগ্রতা আর দুঃখেতে সাহস,
ধনলোভী সাবধান জ্ঞানী জাড্যবশ।
কাম কমনীয় প্রেম, অল্প সুমার্জ্জিতে,
বামাকুলে আদৃত কি হেন পৃথিবীতে ?
হীন জনে হিংসা যা, বিদ্বান্ বীর মনে,
শ্রেষ্ঠতম ঈর্ষা বলি খ্যাত ত্রিভুবনে।
কিবা নর নারী গর্ব্ব সদত কুৎসিত,
লজ্জা এক পুরস্কার, আর কি উচিত ?
এইরূপে তাবৎ সদ্ভাব, গুণ চয়,
দোষ বৃন্ত কাছে কাছে সমুৎপন্ন হয়।
বিবেক কুপ্রবৃত্তিরে না দিবে যাইতে,
অনিষ্ঠ যেখানে, অমঙ্গল যেই পথে।

ইথে লোক মহৎ ইহাতে ভাগ্যবান,
নিরো (১) মন্দমতি সে টাইটস্ (২) সমান।
প্রচণ্ডাত্মা ক্যাটিলীনে (৩) অতি ঘৃণাকর,
ডিসশে (৪) তাহারি লোক করে সমাদর।
এক উচ্চ অভিলাষে ধ্বংস, পুনঃ প্রাণ,
তাহাতেই দেশ হিত, তাহে অকল্যাণ।
এই জ্যোতিঃ অন্ধকার পাপ পুণ্য দ্বয়,
মানব প্রকৃতি ধন্ধে মিলিত উভয়।

---

(১) নিরো—একজন প্রসিদ্ধ রোমীয় সম্রাট, ইনি প্রথমে অতি ভদ্র ও বিনীত ছিলেন, কিন্তু ক্রমে অতি দুঃশীল নৃশংশ স্বভাব হইয়া পড়েন। ইহার অত্যাচার সকল অতি ঘৃণাকর হইয়া উঠে, তন্মধ্যে নিজ মাতৃ হত্যা কাণ্ড ও নিজ রাজধানী রোমনগর দাহন অতি শোচনীয় ব্যাপার।

(২) টাইটস—ইনিও একজন রোমীয় সম্রাট, কিন্তু ইনি নিরোর সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের লোক ছিলেন। নিরো প্রথমে যেমন কিছু ভদ্র ও শান্ত স্বভাব ছিলেন পরে নর পিশাচ রূপে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হন, ইনি তদ্বিপরিতে প্রথমে বরঞ্চ কিছু অসৎসঙ্গ প্রিয় ও উদ্ধত স্বভাব ছিলেন এমনকি সিংহাসন প্রাপ্তি কালে কেহ কেহ ইহাকে দ্বিতীয় নিরো আশঙ্কা করিতেছিল, কিন্তু কি সৌভাগ্য বলে ইনি অতি ভদ্র ও বিনীত মনুষ্য মাত্রের ও রাজাদিগের পর্য্যন্ত আদর্শ স্থল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কথিত আছে একদিন ইনি আপন কার্য্য পরম্পরা পর্য্যালোচনা করিতে করিতে আপনাকে সদনুষ্ঠান বিমুখ জানিয়া সাশ্রু লোচনে খেদ করিয়া কহিয়াছিলেন, তাঁহার একটি দিন বৃথা অপব্যয় হইল।

(৩) ক্যাটালীন—অতি উগ্রস্বভাব রোমীয় ভদ্র বংশোদ্ভব যুবক, ইনি আপন বিভব সমস্ত কুক্রিয়াদিতে অপব্যয় করিয়া সসমান কতকগুলি দুঃশীল লোকের সঙ্গে মিলিয়া সমুদয় রাজমন্ত্রী সভাসদগণকে বধ করত রোম নগর লুঠ ও ভস্মসাৎ করিবার মন্ত্রণা করেন; এজন্য একদল সৈন্যও সংগৃহীত হয়। কিন্তু অন্যতর রাজমন্ত্রী প্রসিদ্ধ সদ্বক্তা সিসিরো কর্ত্তৃক ধৃত ও প্রকাশিত হইয়া কেহ কেহ পলায়ন করে, অনেকে দণ্ডিত হয়।

ক্যাটালীনের এই ষড়যন্ত্র রোমনগরের অতি প্রসিদ্ধ ভয়াবহ বিপদ।

(৪) ডিসশ—এক জন প্রসিদ্ধ রোমীয় রাজ কর্ম্মচারী ও সেনাপতি; ইনি অতি তেজস্বী বীরের ন্যায় স্বদেশ রক্ষা হেতু রণক্ষেত্রে আত্ম সমর্পণ করেন।

কিবা পাপ কিবা পুণ্য কে কবে সন্ধান,
বিভু তব হৃদে যিনি সদা মূর্ত্তিমান্।
প্রকৃতির বৈপরিত্যে সম ফল ফলে,
নরে বৈপরিত্য কেন জানেনা সকলে,
প্রত্যেকে গ্রাসিতে চায় অন্য অধিকার,
সুচিত্র পটেতে যথা জ্যোতিঃ অন্ধকার।
এমনি সন্নিষ্ট দুই বুঝা নাহি যায়,
কিপর্য্যন্ত পুণ্য, পাপ আরম্ভ কোথায়।
নির্ব্বোধ যে জন ইথে করে অনুমান,
পাপ পুণ্য নাহিক, কল্যাণ অকল্যাণ।
কৃষ্ণ শুভ্র মিশিয়া সহস্র বর্ণ হয়,
কত কৃষ্ণ শুভ্র যদি নাহয় নির্ণয়।
তাতেকি এমন কেহ কহিবারে পারে,
কৃষ্ণ শুভ্র অলীক সে নাহি এসংসারে!
সরল হৃদয়ে যদি দেখ একবার,
অবশ্য মানিবে ইহা নহে সুবিচার।
পাপ মায়া রাক্ষসীর এমনি গঠন,
দেখিলেই ঘৃণা ভয় উচ্ছ্বলিত মন।
পুনঃ দরশনে কিন্তু সেই ভাব আর,
থাকেনা আমরা ক্রমে পক্ষ হই তার।
প্রথমেতে ঔদাসিন্য ক্রমে স্নেহ মন,
সদা সহবাসে পাপ করি আলিঙ্গন।
পাপ পরাকাষ্ঠা কিন্তু কেহ নাহি জানে,
যাহারে জিজ্ঞাস কেহ আপনা না মানে।
জিজ্ঞাসিলে কোন্ ঠাঁই ঠিক পূর্ব্বদিক্,
কেহ বলে হিন্দুস্থান কেহ পাসিফিক।
কেহ না স্বীকারে নিজ পাপ অতিশয়,

প্রতিবাসী অতি পাপী সকলেই কয়।
পাপ কর্দ্দিবন্ধ মাঝে সদা বাস যার,
পাপে জরজর তবু করে অস্বীকার।
সদাত্মা যাহার নামে কম্পিত হৃদয়,
তন্মধ্য নিবাসী দেখ অসন্তুষ্ট নয়।
বরঞ্চ সে দম্ভ করি কহে অন্য সবে,
সে যদি পাপিষ্ঠ কেবা পুণ্যাত্মা এভবে
পুণ্যাত্মা পাপিষ্ঠ এই দ্বিপ্রকার নর,
অন্তিম অল্পাই সবে ইতর ইতর।
অধম নির্ব্বোধ কভু পুণ্যব্রত হয়,
কদাচিৎ অধর্ম্মে রত জ্ঞানী মহোদয়।
সম্যক্ অনিষ্ট ইষ্টে কেহ নাহি যায়,
ধর্ম্মাধর্ম্ম মতি গতি আত্ম অভিপ্রায়।
সকলের সন্ধান সদত একি নয়,
ভিন্ন ভিন্ন অর্থেতে ধাবিত লোকচয়।
পরমার্থ এক একি দেব অভিপ্রায়,
সে উদ্দেশ্য আবার অখণ্ড পূর্ণ তায়।
সেই এক পথে লোক চলিবে সকলে,
এক পথ এক মত জগন্মণ্ডলে।
বিভু অভিপ্রায় সেই, পাপ প্রতিকুল,
বিনাশে সকল ধন্দ কলহের মূল।
নৈরাশ করয়ে তাহে কুক্রিয়ার ফল,
তাহাতে মনুষ্য দেখ বিশেষে দুর্ব্বল।
এক এক দুর্ব্বলতা আছে সবাকার,
যথা যুবতীর লজ্জা গরব বৃদ্ধার।
মন্ত্রীর সংশয় সেনাপতির সাহস,
নৃপতি লোলুপ সদা স্বরাজ্যের যশঃ।

সামান্য লোকের মনে প্রত্যয় অধিক,
বিনা তর্কে বিশ্বাসে করয়ে সব ঠিক।
এসকল দুর্ব্বলতা শুভ বহু স্থলে,
বহু সাধু ইচ্ছা সুসম্পন্ন এসকলে।
প্রশংসাই একমাত্র যাচে অহঙ্কার,
উহার লাগিয়া কত সাধু কাজ তার।
একের অভাব ত্রুটি দেখ কি কৌশলে,
মানব আনন্দ বৃদ্ধি করে ধরাতলে।
অন্যের অধীন বিধি করিলা মানবে,
প্রভু ভৃত্য বন্ধু তায় সুসম্বদ্ধ সবে।
পরস্পর সাহায্য সবার প্রয়োজন,
একজন-দৌর্ব্বল্যে বলিষ্ঠ ত্রিভুবন।
অনাটন দুর্ব্বলতা আর রিপুচয়,
সাধারণ মঙ্গলে বান্ধয়ে সমুদয়।
ইহাদের প্রসাদে মিত্রতা সুনির্ম্মল,
অকপট প্রেম যাহে সুখী গৃহস্থল।
ইহাদের প্রসাদে আবার এ জীবন,
বার্দ্ধক্যে উত্তীর্ণ যবে ক্ষীণ আকিঞ্চন।
প্রজ্ঞা উপদেশ আর জরা ক্ষয় কর,
উভয়ে শিখায় নরে ত্যাগ শ্রেয়স্কর।
উভয়ে শিখায় সুখে করিতে প্রবেশ,
মৃত্যু মুখে বিনা ক্ষোভ, মোহ বিনা ক্লেশ।
যার যাহে মন, জ্ঞান, যশঃ কিম্বা ধনে,
বদলিতে নাহি চাহে প্রতিবাসী সনে।
বিদ্বান্ সন্তুষ্ট বিশ্ব সংসার চিন্তনে,
বাতুল সন্তুষ্ট তার অল্প ভাবনা মনে।
ধনাগমে ধনী তুষ্ট তুষ্ট-দুঃখীজন,

বিধাতা সদত তারে করেন রক্ষণ।
দেখ অন্ধ ভিক্ষুক আনন্দে নৃত্য করে,
খঞ্জ গান গায় কত প্রহৃষ্ট অন্তরে।
প্রমত্ত আপনা দেখে মহা বীর্য্যবান্,
উন্মত্তের আনন্দ রাজত্ব অভিমান।
অন্নাভাবে ক্লিষ্ট তবু স্বর্ণ আকিঞ্চন,
মণিকার মনেতে জাগ্রত অনুক্ষণ।
সদা সুখী কবি কাব্য দেবীর ধ্যায়ানে,
সকলেরি আনন্দ সমান পরিমাণে।
এক বা অপর সুখে সুখী সর্ব্বজন,
সুখ ভানে অসুখী সদত হৃষ্ট মন।
যাবৎ জীবন লোক, সদা অবিরত,
এই নয় অই প্রবৃত্তির অনুগত।
সকল অবস্থাগত আশা অনিবার,
মৃত্যু পরপারে আশা শেষ নাহি তার।
দেখ অই বালকের প্রকৃতি কেমন,
সামান্য খেলনা লয়ে খেলে অনুক্ষণ।
তেমনি সামান্য কিছু চাকচক্য ময়,
ফিতা, মোজাবন্ধ স্বর্ণে রত জ্ঞানোদয়।
বার্দ্ধক্যে উত্তীর্ণ যবে অস্ত্র দন্ত হীন,
সন্ধ্যা উপাসনা জপমালা সেই দিন।
বাল্যে, যথা ক্রীড়াসক্ত বার্দ্ধক্যে তেমন,
যাবৎ নহিবে শেষ নিদ্রায় মগন।
এইরূপে যেমন জীবন প্রবাহিত,
মানব বিচার করে আপন চরিত।
সকলি সুন্দর লাগে আশ্বাসিত মনে,
মেঘাবৃত গগন চন্দ্রমা সম্মিলনে।

সুধাভাব যেমন পুর্ণিত আশা ছলে,
জ্ঞানাভাব পূর্ণ তার অহঙ্কার দলে।
জ্ঞান যত ভাঙ্গে, দর্প আশা তত গড়ে,
নির্ব্বোধের আনন্দ ত কিছুতে না পড়ে!
একের নিধনে অন্য আশার উদয়,
অপদার্থ জনের গরব বৃথা নয়।
যত অহঙ্কার তার সবে একে একে,
সমভাবে তোষে তায় সবে কাজে লাগে।
আত্মাদর জঘন্য তবু সে দৈব বলে,
তুল সম মাপিতে পরের দুঃখ দলে।
অতঃপর দেখ এক আনন্দ বিশেষ,
নর মূঢ় মতি কিন্তু জ্ঞানী পরমেশ।

———০ঃ॥ঃ✳✳✳ঃ॥ঃ০———

তৃতীয় সর্গ।

এইটি সিদ্ধান্ত তবে, "জগত কারণ,
বিবিধ উপায়ে বিশ্ব করেন পালন"।
অপ্রেমেয় স্বাস্থ্যে কিম্বা বহুধন মানে,
সাধারণ মঙ্গল উদ্দিষ্ট সর্ব্ব স্থানে।
নিশি দিন মনে রেখো এই সত্য সার,
বিশেষে বাঞ্ছিত যদি প্রার্থনা, প্রচার।
বিস্তীর্ণ সংসার এর দেখ সর্ব্ব ঠাঁই,
অনন্ত ঈশ্বর প্রেমে কেবা বদ্ধ নাই?
প্রজাবতী প্রকৃতি গড়েন অনুক্ষণ,
যতেক সংযোগ সৃষ্টি রক্ষার কারণ।
প্রতি পরমাণু অন্যে আকর্ষণ করে,
সে পুনঃ আকৃষ্ঠ পরমাণু অন্যতরে।
এই রূপ পরস্পর করে আকর্ষণ,
সংযোগ ধরম এই জগত জীবন।
জড় হৈতে জন্মে দেখ যতেক প্রকার,
উদ্ভিজ্জ, চেতন, সবে এক লক্ষ্য তার।
মুমুর্ষু উদ্ভিজ্জ গণ জীবের অশন,
জীব দেহে পুষ্ট পুনঃ বৃক্ষ লতা গণ।
চৈতন্য পরশে জড় ধরে নানাকার,
উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি নর কত কব তার!
নষ্ট এক আকৃতি অপরে পরিণত,
একে একে সৃষ্ট মোরা একে একে হত।
জড় মহার্ণবে জীব জল বিম্ব প্রায়,
এই সমুত্থিত এই ভগ্ন লীন তায়।
জড় জীব যতেক পদার্থ সমুদায়,
জগতের অংশ সবে অসম্বদ্ধ নয়,

সর্ব্ব বস্তু গত এক আত্মার প্রভাবে,
সম্মিলিত রক্ষিত সকলে এই ভাবে।
বিস্তীর্ণ অবনী মাঝে নাহি কোন ঠাঁই,
এক হেন জীব যার সাপেক্ষতা নাই।
ক্ষুদ্রের সহায় শ্রেষ্ঠ, ক্ষুদ্র শ্রেষ্ঠ বল,
পশু নর হিতে, নর পশু হিত স্থল।
সবে উপকৃত ইথে উপকারী সবে,
কেহ নিরাশ্রয় নাহি, কেবা একা রবে ?
সাপেক্ষতা শৃঙ্খল সর্ব্বত্র বিদ্যমান,
কেহ নাহি জানে তার কোথা অবসান।

অবোধ মানব ! শুধু তোমার কারণ,
সুমহৎ বিশ্ব ধাতা করিলা সৃজন ?
তব সুখ, ঐশ্বর্য্য, বিলাস, তব বেশ,
সেই হেতু সৃজিলা এতেক পরমেশ !
তোমার আহার লাগি মৃগ সমুদয়,
তাহাদের তরে ক্ষেত্র নহে তৃণময় ?
তোমারে তুষিতে প্রাতে বিহঙ্গ সকল,
মনোহর রবে পূর্ণ করে বন স্থল,
আপন আনন্দে তারা নহে কুতুহল !
ময়ূরের নৃত্য কি তোমার তৃপ্তি তরে,
ময়ূরীর প্রেমে সে না প্রফুল্ল অন্তরে ?
দ্রুতগামী অশ্ব পৃষ্ঠে করি আরোহণ,
গৌরবে বিহ্বল তুমি পুলকিত মন।
তব সে গৌরবে কিন্তু অংশ আছে তার
প্রভু সুখে সুখী ভৃত্য সর্ব্বত্র প্রচার।
তব কি মানব সেই সব শস্যচয় ?
বপন করহে যাহা তব ক্ষেত্রময়।

খেচরের আহার রাখিলা সযতনে,
অঙ্কুর নষ্টিতে কত ভুক্ত পক্ষীগণে।
অঙ্কুরিত যেবা, যেবা ফলিত তাহার,
তাইকি সকল নর হইবে তোমার ?
সুপক্ব না হ'তে তার কত জীবে খাবে,
অবশিষ্টে তুমি, তব বলদ বাঁচিবে।
শূকর কদাপি যেই লাঙ্গলে খাটয়,
কিম্বা অন্য আজ্ঞা তব সমাদরে বয়;
সেও তব শ্রমে প্রভু সংরক্ষিত হয়।
সর্ব্ব জীবে সমান ধাতার অবধান,
ভল্লূকের বস্ত্র আজি রাজ পরিধান।
গৌরবে মানব বলে "সৃষ্টি সমুদায়,
মম সুখ হেতু" আর কিবা অভিপ্রায়!
"মানব আমার" পুনঃ হংস গর্ব্ব করে,
এইরূপ অহংকার জীব পরস্পরে।
উভয়ের ভ্রম যেই একা সব চায়,
কিম্বা যেবা কহে একে সবে সুখী নয়।
মানিনু সবল সদা দুর্ব্বল দমন,
বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ নর অন্যে করে প্রপীড়ন।
বিধাতৃ করুণা কিন্তু দেখ জীব সবে,
দুঃখী জীব হিতার্থী করিলা সে মানবে।
সদা ব্যস্ত নর অন্য জীবের চিন্তায়,
আপনি ক্ষুধিত তবু অপরে খাওয়ায়।
শিকারী পাখী কি কভু ছাড়ি যায় প্রীত,
কণ্ঠশির ঘুঘুর দেখিয়া সুচিত্রিত ?
বিচিত্র বসন দেখি পতঙ্গের গায়,
কাক কি আহার রাখি উড়িয়া পলায় ?

কবে বা শুনিল বাজ কোকিলের রব,
কিম্বা শ্যামা, পক্ষী মাঝে অতুল গৌরব।
প্রবল মানব কিন্তু সবে যত্নবান,
জল, স্থল, শূন্যে, যথা যার বাসস্থান।
দিলেন কানন নিজ খেচর নিকরে,
তৃণজীবী গণে ক্ষেত্র, সিন্ধু জলচরে।
স্বার্থের প্রেরণে কারে করেন যতন,
আমোদার্থে বহু বিলাসার্থে বহুজন।
অপদার্থ প্রভুর ব্যয়েতে সর্ব্বজনে,
অপর্য্যাপ্ত সুখভোগ করে জীবগণে।
যে জীবে মারিয়া নর করিবে আহার,
দুর্ভিক্ষ বা হিংস্র বন্যে ভয় নাহি তার।
সচ্ছন্দে সে নানা সুখ উপভোগ করে,
যাবৎ না প্রভু তারে পোরেন উদরে।
প্রাণ দণ্ডে পশুর অধিক দুঃখ নয়,
এখন খাইছে তৃণ নাহি অস্ত্র ভয়।
জীবনের সুখ সেই করিল সম্ভোগ,
ভোগ অন্তে তব প্রাণো হইবে বিয়োগ।
অবোধ পশুর প্রতি বিভু কৃপাবান,
নাদিলা জানিতে তারে মৃত্যুর সন্ধান।
নর মাত্রে সেই জ্ঞানে দিলা অধিকার,
সুধু ভয় নহে, মৃত্যু আশারো আধার।
মরিতে হইবে কিন্তু কবে কোন ক্ষণে,
সদা দূরজ্ঞান তবু নিকট সঘনে।
এমন আশ্চর্য্য জ্ঞান আর কার নাই,
নিশ্চয় মরণ তবু নির্ভয় সদাই।
প্রজ্ঞা বা সহজ জ্ঞান যে বৃত্তি যাহার,

সেই উপযুক্ত সেই সুখকর তার।
উভয় শক্তিতে জীব করে অন্বেষণ,
একি বস্তু সুখ, নয় তদুপকরণ।
সহজ জ্ঞানেতে যদি জীব সুচালিত,
মহাপ্রভু (১) মন্ত্রণা (২) কি হেতু ? অপ্রার্থিত।
অত্যুজ্জ্বল প্রজ্ঞাও শীতল অতিশয়,
জীবের সেবায় সদা মনোযোগী নয়।
যদিও আইসে কার্য্যে সাধিতে সাহিতে,
তবু সদা নহে সেই ঠিক জীব হিতে।
সাধুব্রত সহজ জ্ঞানের ব্যবহার,
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভিন্ন, নহে সে প্রকার।
সাধিলেও বুদ্ধিরে না পাই উপকারে,
আপনি সহজ জ্ঞান সাধে সবাকারে।
কখনও নাহি তার লক্ষ্য উল্লঙ্ঘন,
বুদ্ধি তবু, কভু খর্ব্ব কভু ঊর্দ্ধতন।
সুতীব্র প্রকৃতি সেই সাধিবে নিশ্চয়,
উদ্দিষ্ট মঙ্গল, যাহে বুদ্ধি ক্লান্ত হয়।
অপিচ সহজ জ্ঞান শ্রমিবে নিয়ত,
কতক্ষণ বুদ্ধি সেত এখনি বিরত।
পুনঃ সে সহজ জ্ঞানে ভ্রম নাহি ঘটে,
বুদ্ধির প্রমাদ দেখ নিকটে নিকটে।
উভয় শক্তিই শুভ উদ্দেশ্যে সমান,

(১) মহাপ্রভু; কোন কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় মহাপুরুষ মানেন; খৃষ্টান মণ্ডলীতে পোপ মহা পুরুষ; ইনি অভ্রান্ত জ্ঞানসম্পন্ন; কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে ইহাঁর আদেশ ও বিধান সর্ব্ব লোক মান্য।

(২) মন্ত্রণা; ধর্ম্মমত লইয়া সর্ব্বত্র বাদানুবাদ উপস্থিত হয়, তদ্রূপ বিবাদ ভঞ্জনার্থ বিশেষ সভা করিয়া তর্ক বিতর্ক দ্বারা একটা মীমাংসা করিয়া লওয়া হয়; সেই ইতি কর্ত্তব্যতাবধারণ মন্ত্রণা।

কার্য্য বা বিচার, নরে দুই বিদ্যমান।
জীব মাত্র সহজ জ্ঞানেতে সঞ্চালিত,
চিরসেব্য পথে, উহা সদা যথোচিত।
যতই প্রজ্জ্বল কর বুদ্ধি কিন্তু নয়,
ঈশ্বর আদেশ, ঠিক, শ্রেয়ঃ, নিরাময়।
কার উপদেশে অই বন্য জীবগণ,
বিষ হৈতে আহার করয়ে নির্ব্বাচন।
কার উপদেশে তারা করয়ে নির্ম্মাণ,
স্রোতঃ বাত্যা ভয় এড়ি দিব্য বাসস্থান।
কে শিখালে মাকড়শায় ডিমৈভার মত,
মান বিনা আঁকে সে সুসমান্তরাল কত। (১)
কেবা শিখাইল বকে করিতে সন্ধান,
কলম্বস (২) সদৃশ নূতন অন্ন স্থান।
কে আহ্বানে ভাসবে কে করে দিন স্থির,
অর্দ্ধেক আকাশে যবে হয় হে বাহির,

(১) ডিমইভার; ইনি এক জন ফরাসিস পণ্ডিত, গণিতে ইহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। ইনি রুল কিম্বা মানরজ্জু না লইয়া ক্ষেত্র সকল আঁকিতে পারিতেন; মাকড়সার জালের তন্তু গুলি সরল রৈখিক অথচ তাহাদের রুল বা মাপ কাটি কিছুই নাই।

(২) কলম্বস; আমেরিকার আবিষ্কর্ত্তা, অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি; কাঁচাবাশ প্রভৃতি ভিন্ন দেশ জাত কতক গুলি উদ্ভিজ্জ ইউরোপের পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরে ভাসিতে দেখিয়া ইনি নিশ্চয় করিলেন যে তৎপশ্চিমে কোন দেশ অবশ্য থাকিবে যথা হইতে সেই উদ্ভিজ্জ সমস্ত প্রবাহিত হইতেছে। এবং সেই হইতে নানা চেষ্টা দ্বারা অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করত ঐ অপরিজ্ঞাত প্রকাণ্ড মহাদেশ আবিষ্কৃত এবং মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিলেন। বক অথবা বক জাতীয় এক প্রকার জলচর পক্ষী, বৎসরের মধ্যে কখন কখন এক প্রদেশ হই প্রদেশান্তরে শত শত প্রাণী দলবদ্ধ হইয়া উড়িয়া গিয়া অধিক খাদ্য-সুলভ অনুকূল জল বায়ু বিশিষ্ট স্থান আবিষ্কার করিয়া থাকে; কলম্বসের সাদৃশ্যে অথবা ইহাদের সাদৃশ্যে কলম্বসের প্রয়োগ হইয়াছে।

শ্রেণী বদ্ধ সৈন্য সম, কিম্বা কোন জন,
সেনাপতি তার, করে পথ প্রদর্শন।
প্রতি জীব প্রকৃতিতে ধাতা কৃপাবান্,
অনুরূপ সুখলাভ করিলা বিধান।
অপিচ সে সুখের মর্য্যাদা কত দূর,
তাও নির্দ্ধারিত উহা অল্প বা প্রচুর।
যাবৎ সৃজন তৎভাবতের হিত,
সাধিতে সৃজিলা এই যাবৎ কিঞ্চিৎ।
সেই হেতু একের অভাব, উপকার,
অন্য অন্য জনে, কি সৃজন চমৎকার!
পরস্পর অভাব সৌভাগ্য পরস্পর,
আদি হৈতে ব্যাপ্ত এ শৃঙ্খলা নিরন্তর,
জীবগণ বদ্ধ ইথে বদ্ধ নরে নর।
যতেক উদ্ভিজ্জ প্রাণী সম্ভাবিত স্থলে,
সূক্ষ্ম ব্যোমে, শূন্যে, কিম্বা নিম্ন জলতলে।
একই স্বভাব তাসবার প্রাণোন্নতি,
স্বভাবেতে পুষ্টি পুনঃ তাহে বিজোৎপত্তি।
কেবল মানব নহে জীব সমুদয়,
জলস্থল শূন্যে বা যেখানে যেই রয়।
আপনারে প্রিয় জ্ঞান করে সর্ব্বজন,
আপনার প্রীতিতেও তুষ্ঠ নহে মন।
স্ত্রী পুরুষে মিলন সম্পূর্ণ পরিণয়,
এই আকিঞ্চন শূন্য নাহিক হৃদয়।
গাঢ় আলিঙ্গন নহে একই কৌতুক,
অপত্য পালনে সবে একান্ত সোৎসুক।
পশু পক্ষী সন্তানে সমান স্নেহে রত,
মাতার পালন ভার রক্ষা পিতৃব্রত।

যাবৎ শাবকগণ উড়িতে অক্ষম,
অথবা চলিতে যার যে রূপ ধরম।
তাবৎ সহজ জ্ঞান ব্যস্ত পুত্র তরে,
সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত পিতা মাতা তার পরে।
পুনঃ সম্মিলনাকাঙ্ক্ষী তাহারা তখন,
পুনঃ প্রেম, নীড়, পুনঃ প্রজা প্রবর্দ্ধন।
অসহায় মানবে অধিক স্নেহ চাই,
আবদ্ধ অধিক পিতা, মাতা, পুত্র, তাই।
বুদ্ধি বিবেচনা আর প্রীতি আশা ভয়,
নিয়ত সে স্নেহ সূত্রে দ্রঢ়িষ্ট করয়।
মনোমত পাত্রেতে ধাবিত প্রেম ভাব,
গুণ প্রতি রিপু মিলে প্রবল প্রভাব।
যতেক অভাব তত উপায়, যতন,
ক্রমে নর নারী হয়ে সম্পূর্ণ মিলন।
এক দুই ক্রমশঃ সন্তান যত হয়,
প্রথমের চেয়ে স্নেহ পর প্রতি বয়?
যত পুত্র জনমে সকলে পিতা মাতা,
পালেন একই স্নেহে, ভিন্ন মাত্র কথা।
শেষের সন্তান তবু নহে ক্ষমবান,
জরা সমাগত সেই বংশের নিদান।
স্মৃতি বাল্য, কল্পনা বার্দ্ধক্য, দুঃসময়,
আনিয়া সন্তান মনে করয়ে উদয়।
কৃতজ্ঞ সন্তান সেবে বাপ মায় আগে,
আপন সঞ্চয় ভাবী, থাকে বা না থাকে।
আমোদ, প্রত্যুপকার, আশা এই তিন,
তিনেতে সংসার, লোক বৃদ্ধি চির দিন।
ভুক না ভাবিও নর অসভ্য দশায়,

অনিয়মে চলিল সম্পূর্ণ অন্ধ প্রায়।
বিধাতার শ্রেয়ঃকর শাসনে তখন,
সুখেতে আছিল, হেন নহে সে এখন ;
স্বার্থ, সামাজিক প্রীতি, সৃষ্টির সহিত,
দুই বিভু দয়ালু করিলা প্রকটিত।
যেমন ঐক্যতা বল অন্য বস্তু সবে
তেমনি মানবে কিম্বা অধিক সম্ভবে।
একতার বিরুদ্ধ গৌরব, অভিমান,
ছিল না তখন, কোথা বিদ্যা বা বিদ্বান্ ?
বনে বনে মানব ভ্রমিত অনুক্ষণ,
সম অধিকারী বনে যথা পশুগণ।
আহার যে স্থানে, সুশয়নো তথায়,
প্রাণী বধ ছিল না কি অন্ন বস্ত্র দায়।
রম্য স্নিগ্ধ বন-সুমন্দির অভ্যন্তরে,
স্বরবান্ জীব মাত্রে স্তুতি গান করে।
শোণিত কলঙ্ক শূন্য, স্বর্ণ অশোভিত,
আছিল মন্দির, অকপট পুরোহিত।
সর্ব্ব-জীব-কল্যাণ, সুদেব অভিধান,
নর রাজা কিন্তু রাজ দণ্ড ক্ষমাবান্।
তেমন মানব, হায় ! কই আজি আর,
অর্দ্ধ জীব নিহত মানব-মাংসাহার।
অবশিষ্ট অর্দ্ধেক, ক্লিষ্ট অন্য মতে,
স্বজাতি পর্য্যন্ত নর হিংসে শত শতে।
বিলাস ব্যসন সঙ্গে সদা ব্যাধিগণ,
পীড়য়ে ঋণীকে যথা ছিদ্র মহাজন।
জীব হিংসা জনিত উদ্ধত রিপুচয়,
ক্রমে নর-পশু অন্য নরে নিপীড়য়।

সভ্যতা সোপানে নর যবে অগ্রেসর,
তখনো উন্নতি তার অতি স্বল্পতর।
প্রথমে মানব বুদ্ধি ক্ষীণ উদ্ভাবনে,
পশ্বাদির সংস্কার শিখিলা যতনে।
বিশ্বমাতা প্রকৃতি দেখিয়া সে দুর্গতি
কহিলা কাতরা যেন তনয়ের প্রতি ;—
“ক্ষুধায় আকুল নর, নাহি গৃহ বাস,
কি খাইবে, কি পরিবে, চিন্তিয়া হতাশ।
জীবগণে সুধাও ইহার সুসন্ধান,
পরকার্য্য দেখি, কর আত্ম অনুমান।
সুধাও পাখীরে কিবা সুস্বাদু আহার,
নিকুঞ্জ নিকর পারে দিতে উপহার।
স্বাস্থ্য সংরক্ষণে পশু পটু অতিশয়,
তাহারে জিজ্ঞাস রক্ষ আরোগ্য আলয়।
মক্ষিকার সন্নিধানে নির্ম্মাণ অভ্যাস,
মৃত্তিকা খনন শিখ ছুঁছুন্দরী পাশ।
মাকড়ের তন্তু দেখি কে নারিবে বল,
সন্ধান করিতে বস্ত্র বয়ন কৌশল।
(১) নটিলস্ নাবিক শিখহ তার ঠাঁই,
নাবিকতা, বায়ুর সুবিধা বা বালাই।
হীন জীব মাঝে তুমি শিখহ মানব,
সামাজিক তত্ত্ব তব প্রকৃত গৌরব।
অভ্রান্ত পশ্বাদি জ্ঞান বিবেকী মানবে,
উপদেশ দিক্ আজি ক্ষতি কি বিলম্বে?
ভূমধ্য প্রাচীর, গড়, ভূমধ্য নগর,

(১) নটিলস্ ; এক প্রকার জলচর ; নৌকায় যেরূপ পাল, ইহাদের শরীরে তদ্রূপ সংযোজনা আছে; উহাতে তাহাদের গতির সাহায্য করে।

শূন্যে শত সহর দোদুল্য বৃক্ষোপর।
বুঝ কি নিয়মে চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি,
পিপীলিকা মধুকর ইন্দুর প্রভৃতি।
পিপীলিকা কেমনে রাখয়ে এক ঠাঁই,
সবাকার উপার্জ্জন তবু দ্বন্দ্ব নাই।
অরাজকে এ প্রকার শৃঙ্খলা কোথায়?
মধুকর গণে? রাজা আছে ত তথায়?
মধুচক্রে দেখ পুনঃ রাজত্ব কেমন,
সকলে সম্ভোগ করে, কুটারি আপন।
পক্ষপাত শূন্য, কিবা নিয়ম সুন্দর,
জীবকুল পালিতেছে দেখ নিরন্তর।
জীবকুল নিয়ম বিধাতৃ প্রকটিত,
সমীচীন, দৃঢ়, আর সদা সুবিহিত।
বৃথা তব বুদ্ধি নর চাহ রে স্থাপিতে,
সূক্ষ্মতর বিধি জাল, ন্যায়েরে ধরিতে।
আবদ্ধ সে তর্ক জালে অবিভূত "ন্যায়?"
তব সূক্ষ্ম গণনায় ন্যায় ত অন্যায়।
বলবান জনেরে বান্ধিতে অপারক,
আতুরে নিয়ম দৃঢ় রহস্য জনক।
এই তব কার্য্য, তবু বিস্তার তথায়,
প্রবল প্রভুত্ব যথা সবে অন্ধ প্রায়।
সামান্য পশ্বাদি জ্ঞানে যতেক সম্ভব,
তাহাতে লভিতে চাহ রাজত্ব গৌরব?
মহামতি প্রকৃতির উপদেশ শুনি,
নগর নির্ম্মাণে নর চলিল অমনি।
নগর, সমাজ, ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত,
কোথা লাভ, প্রেম কোথা, ভয়-সমানিত।

নির্ম্মলা তটিনী হেথা, তথা বহু ফল,
বিক্রম সুলভ কেহ, বাণিজ্য কৌশল।
শত্রু হয়ে আইল যে বিসম্বাদ চিত্তে,
মিত্রতা পাইয়া হৃষ্ট, গলিল প্রীতিতে।
প্রেমালাপ ধরিত প্রবল পরাক্রম,
প্রেম স্বাধীনতা যবে, প্রকৃতি নিয়ম।
জনপদ স্থাপিত হইল এ প্রকার,
বিনা রাজা, কেবা জানে নাম গন্ধ তাঁর।
যাবৎ না সবে মিলি সবার পালন,
বিচক্ষণ জনৈকে করিল সমর্পণ।
রাজ্য ভার পাণ্ডিত্য, কি শাস্ত্র, শস্ত্রগণে,
সর্ব্ব জন মঙ্গল সাধন কায়মনে।
যাহার লাগিয়া পুত্র পূজে পিতৃ পদ,
প্রজাকুল পিতা রাজা পিতৃ গুণাস্পদ।
প্রতিষ্ঠিত যাবৎ নহিল রাজাসন,
বিভু দত্ত রাজত্ব করিলা পিতৃগণ।
প্রতি কূল পতি প্রতি ধাইত নির্ভর,
বিধাতৃস্বরূপ কেবা পৃথিবী ভিতর।
পিতার নয়ন সবে নিয়ম নিদান,
দৈব বাণী তাঁহার বচন, সুবিধান।
ক্ষেত্র হৈতে দৈনন্দিন অন্ন আহরণ,
অগ্নি, বায়ু, হিম, বৃষ্টি, বজ্র প্রশমন।
হিংস্র বন্য, বাজ বা ভীষণ জলচর,
কিম্বা আপদার্থী কোন মানব বর্ব্বর।
সর্ব্ব কার্য্যে কর্ত্তা পিতা ব্যবস্থা তাঁহার,
কেবা উল্লঙ্ঘন করে আশু যায় আর।
সর্ব্ব কার্য্যে মন্ত্রী তিনি বহু দরশনে,

তাঁহার আজ্ঞায় রণ, সন্ধি তাঁরি রণে।
যাবৎ জীবিত পিতা তাবৎ মানবে,
পিতারে পূজিল সবে অময় সম্ভবে।
জরা প্রপাড়িতে তিনি পাইলে নিধন,
সবে খিদ্যমান পিতা মর্ত্ত্য এ কেমন!
ততঃপর পূর্ব্ব পূর্ব্ব করিয়া সন্ধান,
আদি অদ্বিতীয় পিতা করি অনুমান।
অজ অবিনাশী বলি ভাবে সেই একে,
প্রতিনিধি মর্ত্ত্যে তাঁর দেখে এ জনকে
পরম্পরাগত বাক্যে এই তত্ত্ব জ্ঞান,
পিতা পুত্রে ক্রমশঃ হইল বহমান।
কার্য্য হৈতে কর্ত্তা ভিন্ন, এই সুনির্ণয়,
সরল বিবেক কাছে মান্য অতিশয়,
একাধিক কর্ত্তৃত্ব তাহার প্রিয় নয়।
এই সত্য আলোকে সন্তুষ্ট ছিল সবে,
অঘটিত যাবৎ দ্বৈত কুবুদ্ধি মানবে।
সকলে মানিত ভূমে ভ্রম অকল্যাণ,
এক নাই কোন ঠাঁই, সব সুবিধান।
আনন্দে ধর্ম্মের পথে চলিল সকলে,
ঈশ্বরে সেবিত যথা পিতা ধরাতলে।
প্রেমই বিশ্বাস ছিল প্রেমই সম্মান,
নরে ঐশী শক্তি ভ্রম সদা অকল্যাণ।
অমঙ্গল আশঙ্কা ঈশ্বরে অনুচিত,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ যে, সর্ব্বজন হিত।
সরল বিশ্বাস আর সরল ব্যাভার,
পূর্ব্বে দেবভক্তি, পর প্রণয় উদার।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল আগে কোনজন,

গড়াইল বান্ধিতে নাশিতে রাজ্য মন !
ভয়ঙ্কর এমতে ;—"একার্থে বহু জন।" (১)
যত লোক তত মত যার যে প্রত্যয়,
ভাল মন্দে কেহ কভু পরাধীন নয়।
প্রকৃতির নিয়ম এ উলটিয়া দিয়া,
বিভু প্রতিকূল কার্য্যে দঢ় কোন হিয়া ?
বলে আগে রাজ্য জয়, রাজবিধি জয়ে,
পরে উপধর্ম্ম, সে আনিল অতিভয়ে। (২)
উপধর্ম্ম জেতৃকে অর্পিল দৈবমান,
"দাস জিতগণ" এই হইল প্রমাণ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য নিনাদিত উপধর্ম্ম রবে,
ভূধর অধীর পৃথ্বী কম্পিতা নীরবে।
অতি অত্যাচারী ভ্রম অক্ষুব্ধ হৃদয়,
সবল দুর্ব্বল নাই, সবে নিপীড়য়।
নতশিরঃ নিস্তেজ, তেজস্বী স্তব করে,
তবু কেহ নাহি জানে কোন দেব বরে।
উপধর্ম্ম প্রভাবেতে ভ্রমান্ধের চিত্তে,
দেব দেবী সমুত্থিত ভূগর্ভ হইতে।
বিদীর্ণ আকাশে বিদ্যুল্লতা হেরি ভীত,
না জানি উহাতে কোন্ দেব অবস্থিত !
ইহকাল ভীষণ, সুখদ অতঃপর,
ভয়ের দেবতা ভত, আশার সুন্দর।

একার্থে বহুজন ; পণ্ডিতবর এরিস্‌টটেলের মতে নৃপতি ও যথেচ্ছাচারিতে বিভিন্নতা এই যে নৃপতি আপনাকে প্রজা-পুঞ্জের সুখশান্তি হেতু জ্ঞান করেন কিন্তু যথেচ্ছাচারী সেরূপ দায়িত্ব স্বীকার করে না, প্রত্যুত যথেচ্ছাচারী সমস্ত প্রজা তাহার সুখ ও সেবার জন্য সংযোজিত মনে করেন। রোমীয় সম্রাটগণ অনেকটা, "একার্থে বহু-জন," এই যথেচ্ছাচার মতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।
অতিভয় ; অর্থে অত্যাচার বা যথেচ্ছচার।

ভ্রান্তের ঠাকুর, সদা হীন কামাতুর,
দ্বেষ হিংসা গুণ, আর ক্রোধ সে প্রচুর।
ভীরু সুধু তা সবে, পূজিতে শ্রদ্ধাবান্,
আর যেবা তৎসম, নৃশংস অজ্ঞান !
একালের ধর্ম্মভাব মিথ্যা সুধু দ্বেষ,
ঘৃণা রসাতল, স্বর্গ মাৎসর্য্য বিশেষ।
ভক্তিভাবে কেহ নাহি চাহে ঊর্দ্ধপানে,
পূজা, বলিদান দান, নির্জ্জীব পাষাণে !
শুষ্ক তৃণ হুতাশন করিত আহার,
ভ্রম আরম্ভিল আজ্ জীব বলি তার।
অনন্তর গড়িয়া তাহারে ভীম কায়,
মানব শোনিতে দিল রাঙ্গাইয়ে তায়।
বজ্রপাণি ভীষণ আকৃতি ভয়াবহ,
চির-রণ-প্রিয় দেব, দেব নর সহ।
এইরূপে আত্মাদর চেষ্টিত সদাই,
অনৈকের ঐশ্বর্য্যে, অন্যায় ন্যায় নাই।
সেই আত্মাদর পুনঃ সর্ব্বজন হিতে,
গড়িল রাজত্ব রাজবিধি হৃষ্ট চিত্তে।
আপন সমান যদি সবে বাঞ্ছা করে,
কে সেবিবে কারে, যদি প্রভু পরস্পরে ?
কেমনে রাখিবে, ভব প্রিয় বস্তুচয়,
অরাজকে, তাহাতে অন্যের লোভ হয় ?
বলবান্ তুমি ? কিন্তু বৃথা সে সাহস,
দুর্ব্বলে এড়িতে নার যবে নিদ্রাবশ।
আত্মরক্ষা হেতু সে সম্মত আত্মাদর,
স্বাধীনতা রত্নেরে করিতে হস্তান্তর।
সবে মিলি রক্ষিব সম্পত্তি সবাকার,

স্বাজত্ব স্থাপনে এই এক লক্ষ্য তার।
আত্মরক্ষা হেতু দুষ্ট ধর্ম্মপরায়ণ,
আত্মম্ভরী দাতা, রাজা ক্ষমান্বিত মন।
আত্মাদর সঙ্কীর্ণ ত্যজিল ক্ষুদ্র পথ,
সাধারণ্যে দেখিয়া মঙ্গল অব্যাহত।
অতঃপর অভ্যুদিত পুরুষ রতন,
দেব আজ্ঞাবর্ত্তী, নরহিত প্রতি মন।
স্বদেশ হিতৈষী আর কবি শ্রদ্ধাসার,
প্রকৃত বিশ্বাস নীতি করিতে উদ্ধার।
সনাতন ধর্ম্মালোকে করিলা চিত্রিত,
দেব প্রতিরূপ কিম্বা যথা তদোচিত।
প্রজা রাজা উভয়ে করিলা উপদেশ,
মিলিত উভয়ে কত মঙ্গল বিশেষ।
শিখাইলা দৃঢ় এক কি অনিষ্টাপাত,
অপর শৈথিল্যে কিবা বেদনা আঘাত।
সমাজ যন্ত্রেতে রাজা প্রজা দুই তার,
পরস্পর মিলায়ে বান্ধিলা এ প্রকার;
এক সম্পৃক্তে অন্য সম্পৃক্ত হয়,
একৈক অনিষ্ট, ইষ্ট, উভয় উভয়।
সবাকার ইষ্টানিষ্টে, সবাকার মন,
সু-লয় রাজত্ব তন্ত্রে হইল স্থাপন।
সামঞ্জস্য এহেন জগতে সর্ব্ব চাই,
সর্ব্বত্র উদ্দিষ্ট সুনিয়ম ঐক্য তাই।
বড় ছোট দুর্ব্বল, সবল ভূমণ্ডলে,
বলপ্রদ; শৃঙ্খলা বান্ধিতে দলে দলে।
পরস্পর সেবা পরস্পর উপকার,
সকলের লক্ষ্য, নহে অনিষ্ট কাহার।

দুর্ব্বল সাহায্য-বল কভু নাহি চাই,
সবলে এমন শক্তি ? কই কার নাই।
সাধারণ্যে অহিত, সম্পদ হেন বল,
কাহাকে না দিলা, চারু বিধাতৃ কৌশল !
সমাজ বন্ধনে সবে সমানিত ইথে,
পশু, নর, প্রভু, ভৃত্য, রাজা, হৃষ্ট চিত্তে।
শাসন প্রণালী লয়ে মূর্খ দ্বন্দ্ব করে,
উৎকৃষ্ট ত যাহাতে সুবিধি প্রভা ধরে।
ধর্ম্মমত ভাল মন্দ তর্কে কিবা ফল,
ভ্রান্ত তার নহে যেই সাধু অবিরল ?
বিশ্বাস আশাতে লোক মিলে কদাচিত,
সর্ব্ব-লোক ধ্যান কিন্তু "সর্ব্বজন-হিত।"
উদার এ হিতার্থ বিরোধী যেই হয়,
অবশ্য কপট সেই কভু সত্য নয়।
যাঁ-হতে মানব কুল সুখী সংমার্জ্জিত,
দেব প্রিয় সদা, তিনি ঈশ্বর চিহ্নিত।
সহকার আলিঙ্গনে লতা বলবতী,
দুর্ব্বল মানব কুল সবলে তেমতি।
যথায় মিলন হেন তথা এ প্রকার,
স্বীয় লাভো আছে শুধু নহে উপকার।
স্বীয় কক্ষে ভ্রমণ করয়ে গ্রহগণ,
সংসাধিত কিন্তু তাহে সূর্য্য আবর্ত্তন।
সেই রূপ দুইটি উদ্দেশ্যে নর হৃদি,
সদা সঞ্চালিত হেথা দেখ নিরবধি।
এক আত্ম উন্নতি আপন সুখ মান,
অপর অপর হিত, জগত কল্যাণ।
এই রূপে চরাচরে ঈশ্বর বিধানে,
আত্মাদর যত্নবান্ সমাজ কল্যাণে।

চতুর্থ সর্গ।

সুখ, নর জীবনের এক লক্ষ্য, সার,
আমোদ সন্তোষ শুভ যেবা নাম তার।
নিরুপম সামগ্রী সে যাহার লাগিয়া,
চির-উচ্ছ্বসিত, চির-ক্ষুব্ধ নর হিয়া।
সুখ আশে সদা মোরা আছি প্রাণ ধরি,
তাহারি আশ্বাসে হেন, মরিতে না ডরি।
পরম পদার্থ সুখ, কভু সমাগত,
অতীব নিকটে কভু দূর পরাহত।
নিরুদ্দেশ বাতুলে জ্ঞানীর অনুমানে,
পূর্ণ এ অবনী, দ্বি-গুণ পরিমাণে। (১)
স্বর্গীয় সুখের বীজ নর ভাগ্য বলে,
অঙ্কুরিত যদি হেথা জগন্মণ্ডলে;
সুখ, তুমি কহ মোরে তব বার্ত্তা আর,
কে আছে কহিবে ঠিক, জগত মাঝার।
কহ কোন্ হৃৎ ক্ষেত্র, মানব উদ্যান,
তব অনুগ্রহ পাত্র তব জন্ম স্থান।
রাজাসন সম্মুখে কি তোমার মন্দির,
রত্ন রাজি মাঝে কিম্বা উজ্জ্বল খনির।
বরাদার প্রসাদে উন্নত যেই জন,
কিম্বা শ্রমী কৃষক তোমার প্রিয় জন?
কোথা সুখ? কোথায় তাহার অলঙ্কার!

নিরুদ্দেশ ইত্যাদি দ্বিগুণ পরিমাণে। সুখ প্রাপ্তি বিষয়ে দুই মত আছে; এক, ধর্ম্ম না থাকিলেও ঐশ্বর্য্য সামগ্রীতে সুখ প্রাপ্ত; অপর মত, শুধু ধর্ম্ম নয়, তৎসহ পার্থিব ঐশ্বর্য্য পাইয়া মনুষ্য সুখী হয়; এই দুইটি মতই ভ্রমাত্মক বলিয়া পোপ এই সর্গে ইহাদের খণ্ডন করত ধর্ম্মই সুখের নিদানভূত ইহা সমর্থন করিয়াছেন।

যদ্যপি অঙ্কুর হেথা নাহি দেখ তার ;
কর্ষণের দোষে সে, জানিবে সুনিশ্চয়,
ভূমি অনুর্ব্বরা হেন কদাচিত নয়।
সুখ, কভু নিয়ত নিরুদ্ধ এক স্থানে,
নহিবে, অমিশ্র সুখ প্রাপ্য সর্ব্ব স্থানে।
সদত অক্রেয়, পণ নাহিক উহার,
বিধাতার সদাব্রতে অবারিত দ্বার।
রাজ-গৃহ ত্যজি ওহে দীন সাধু জন,
তোমার কুটীরে সুখ দেখ শান্ত মন।

বিজ্ঞগণে জিজ্ঞাস, সুখের সদুপায়,
তাহারাও অন্ধ, সবে ভিন্ন অভিপ্রায়।
কেহ কহে সেবিতে মানবে কার মনে,
পরসেবা পরবশ সুখের কেমনে।
কেহ কহে কার্য্যে, কেহ কহে সুখধাম,
নিশ্চেষ্ট জীবন, যাহে নিয়ত বিশ্রাম।
আনন্দ আখ্যাত সুখ ক্রিয়াবাদী মতে,
সন্তোষ সুখের নাম নিক্রিয় জগতে।
জ্ঞান হীন জনের আমোদ অনুন্নত,
পরিণাম দুঃখ তার আছেই নিয়ত।
পূর্ণ অভিমান যাঁরা অহং ব্রহ্ম জ্ঞান,
তাঁহাদের মতে ধর্ম্ম বৃথা অনুষ্ঠান।
কেহ বা অলসতম, অতিরিক্ত সবে,
সকলি বিশ্বাস করে সম্ভবাসম্ভবে,
অথবা প্রত্যয় যোগ্য কিছু নাহি ভবে।
এ প্রকার কহে যে, তাসবাকার কথা।
দুঃখ সুখ, এপর্য্যন্ত কিবা বিভিন্নতা,
প্রকৃতির পথে চল বাতুলতা ত্যজ।

সবে সু-আয়ত্ত, সুখ-কল্পনা সহজ।
সুলভ শুখ সামগ্রী অতিরেকে নাই,
সাধু চিন্তা আর শুদ্ধ অভিপ্রায় চাই।
সামান্য বলিয়া মোরা করি না রোদন ;
সুখ ও সহজ জ্ঞান একই সৃজন।
শুন, নর জগত কারণ বিধাতার,
একের মঙ্গল চিন্তা নহে, সঁবাকার।
সেই হেতু, আমাদের প্রকৃত মঙ্গল,
সংঘটিত যাহে সুখী যাবৎ সকল।
এক জন মাত্র সুখী হেন সুখ নাই,
জাতীয় সম্পর্ক তাহে আছে সর্ব্ব-ঠাঁই।
স্বকীয় সন্তোষ মাত্র এক অভিপ্রায়,
ভীষণ তস্কর, সেও তুষ্ট নহে তায়।
অত্যাচারী নৃশংশ যে পূর্ণ দম্ভ মান,
উদাসীন বন, গিরি-গুহা বাসস্থান।
কেহ তুষ্ট নহে, সদা সবে আকাঙ্ক্ষিত,
সম-সুখ-দুঃখী এক বান্ধব সুচিত।
লোকালয় পরিত্যাগ নরে ঘৃণা ভাণ,
সকল আয়াস শুধু মৈত্রানুসন্ধান।
অন্যের মনের সুখ-চিন্তা যদি দেখ,
প্রকৃতার্থে দুঃখ, সুখ নহে তার এক !
সকলের এই গতি, অন্য উপার্জ্জন,
উপার্জ্জন ক্লেশ মাত্র, সুখ বিড়ম্বন।
সুশৃঙ্খলা বিধাতার প্রথম নিয়ম,
তাই বড়, ছোট ; তাই উত্তম অধম ;
কিন্তু ধন অথবা অধিক জ্ঞান যোগ,
সংঘটিতে ঘটে কি সর্ব্বত্র সুখ ভোগ ?

পক্ষপাত শূন্য বিধি তবে স্থির মানি,
সুখ দুঃখে সমান যদ্যপি সর্ব্ব-প্রাণী ?
কিন্তু সুখ পরস্পর অভাবে বর্দ্ধিত,
প্রাকৃতিক বিভিন্নতা প্রকৃতির হিত।
ঐশ্বর্য্য সামগ্রী তাহে কিবা আসে যায়;
একই বস্তু ত সুখ, রাজা বা প্রজায় ?
যেবা রক্ষা কর্ত্তা, আর রক্ষিত যে জন,
যেবা মিত্র, মৈত্র যেবা করে অন্বেষণ।
জগতের সর্ব্ব অঙ্গে বিধি নিয়ন্তৃত,
একি সুখ দেহে যথা প্রাণ প্রতিষ্ঠিত।
কর্ম্ম ফলে সবার সমান অধিকার,
তাহে যদি সুখী কেহ [illegible] তাহার।
সবে সুখী হক, বটে বিভু অভিপ্রায়,
বাহ্যিকে সন্তোষ তবু না মিলে কাহায়।
ভাগ্য তাঁর ঐশ্বর্য্য করুন্ বিতরণ,
এরে ছাড়ি ওরে তাঁর যবে যাঁরে মন।
ইনি ভাগ্যবন্ত উনি দুঃখী ভাগ্য হীন,
এই কথা সংসারে রটুক কিছু দিন;
ঈশ্বরের ন্যায় তুলে, সম দুই জন,
এঁর আশা, ওঁর ভয়, বড় কেহ নন।
উপস্থিত সুখ দুঃখ, সুখ দুঃখ নয়,
সুখ দুঃখ পরকালে কি আছে কি হয়।
হে সংসারি! সাধ কি উঠিতে উচ্চতর,
আকাশে, পর্ব্বত রাখি, পর্ব্বত উপর ?
অসম্ভব আশা বিধি হেন বাতুলতা,
নিশ্চিত বিফল করে জানিহ সর্ব্বথা।
যেবা যেই শুভ হেথা, কর উপভোগ;

সকলি নরের তরে বিধাতৃ নিয়োগ।
বিবেকের আমোদ, ঐন্দ্রিয় সুখ যত,
স্বাস্থ্য, শান্তি, ধন, তিনে, প্রাপ্ত অবিরত।
সর্ব্বত্রেতে মিতাচার স্বাস্থ্যের আধার,
অমৃত ধর্ম্মেতে বিনা শান্তি কোথা আর?
সদসৎ উভয়েই ভাগ্য ফলবান্,
সত চেয়ে অসতে অধিক পরিমাণ;
অসতের ধনে কিন্তু কেহ সুখী নয়,
সজ্জনের অর্থের নাহি হে অপব্যয়।
ধন কিম্বা আমোদের তরে কোন জন,
বিহিত পথেতে প্রধাবিত অনুক্ষণ।
অপর কাহার পুনঃ মতি এ প্রকার,
ধন লাভে সদসৎ করে না বিচার।
এদুয়ের কার লাভ, অহিত অধিক,
এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত কি কহ আগে ঠিক।
ধার্ম্মিক নির্ধন, পাপী ধনাঢ্যের মাঝে,
কেবা কৃপাপাত্র, বল মানব সমাজে?
পাপিষ্ঠ ধনীর হক যতই সম্পদ,
ধর্ম্মাত্মার নিকটে সে সদা ঘৃণাস্পদ।
সর্ব্ব মতে সুখী যদি ধর্ম্ম হীন জন,
সাধুবাদ তবু তার নহিবে কখন।
পাপী সুখী সাধু দুঃখী যেবা হেন কহে,
ভ্রমান্ধ, ঈশ্বর সৃষ্টি সেত জ্ঞাত নহে।
সৃজন মাহাত্ম্য যেই বুঝিয়াছে সার,
সুখ জানিয়াছে সুখ-পথে মতি তার।
দৈব বিড়ম্বনা কিম্বা কচিত্ দুর্গতি,
কেবা তার বশ নহে দেখ না প্রকৃতি।

তার তরে সাধকে একাকী দোষ কেন ?
তার তরে সাধ দুঃখী প্রলাপ বচন।
ফক্‌লণ্ড অল্পায়ু সেত সাধু ধর্ম্মবান্‌, (১)
দেবোপম টরিনী বিগ্রহে হত মান। (২)
আহত সমর মাঝে সিড্‌নি সুজন, (৩)
কি লাগি বল না এঁরা কি লাগি নিধন ?
ধর্ম্ম হেতু অথবা জীবন তুচ্ছ করি,
ত্যজিল সংসার সবে সুখ পরিহরি।
ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য তুমি ইহ লোকে,
দিগ্বি ! ধর্ম্ম কি তোমা সঁপিলা মৃত্যুমুখে ? (৪)
কহ কেন মরিছে পিতার বিদ্যমানে,
অল্পায়ু তনয়, তবু নব তেজ প্রাণে ?
কেন বা তাবৎ রাজ্য পীড়িত যখন,

(১) ফক্‌লণ্ড মহাত্মা ফক্‌লণ্ড ইংরাজ রাজ প্রথম চারল্‌শ এবং তদীয় মন্ত্রী ষ্ট্রাফোর্ডের অত্যাচার সমস্ত অসহিষ্ণু হইয়া প্রজা-পক্ষ হয় ; কিন্তু পরে আবার প্রজাপক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজ পতাকানুবর্ত্তী হইয়া সমরশায়ী হয়েন। ফক্‌লণ্ড সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা ক্লারেনডন্‌ বিশেষ প্রশংসার সহিত লিখিয়া গিয়াছেন, যে ৩৪ বৎসর মাত্র বয়সে, তিনি যে উন্নত জ্ঞান রাশি উপার্জ্জন করেন, অতি বৃদ্ধেরা অনেকে তাহাতে পরাংমুখ হইয়াছেন, এবং তিনি যে রূপ নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক ভাবে সংসার হইতে অবসৃত হয়েন, সেরূপ নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক ভাবে অনেক যুবা সংসারে প্রবেশ করিতে পারেন কি না সন্দেহ।

(২) টরিণী, ফরাসিস সেনাপতি টরিণী ও স্বীয় সৈনিক যশঃসৌরভ অতি প্রশস্ত করত এবং নিষ্কলঙ্ক রাখিয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।

(৩) সিডনি, রণপণ্ডিত এবং দয়ার সাগর সর্‌ ফিলিপ সিডনি ও সমর ক্ষেত্রে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

(৪) দিগ্বি, অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবা, সুবিনীত, সাধু ও ধর্ম্মশীল।

অক্লিষ্ট বাঁচিল সেই যাজক রতন। (১)
কি হেতু বা দিলা বিধি দীর্ঘজীবী করে.
আমার মাতারে মোরে, সুখিবার তরে? (২)
নৈসর্গিক অশুভ, অধ্যাত্ম অমঙ্গল,
প্রকৃতি বিকৃতি তথা, হেথা মনঃ চল।
বুঝিলে অশুভ নহে ঈশ্বর বাঞ্ছিত,
অথবা আংশিক ক্ষতি সাধারণ হিত।
পরিবর্ত্ত উদ্দিষ্ট বা কদাপি প্রকৃতি,
শিথিলা, কিন্তু সে দশা অসদত অতি।
তেমন অহিতে যদি খেদ সুসঙ্গত,
তবেত কান্দিতে হয় আয়ুষ নিয়ত।
কেন্ হস্তে কি হেতু আবেল্ ধর্ম্মবান্, (৩)
নিহত, জিজ্ঞাস তবে বিভু সন্নিধান।
জিজ্ঞাসহ, কি হেতু পিতার কর্ম্ম দোষে,

(১) যাজক রতন ; ফ্রান্সের অন্তঃপাতি মার্শেলস্ নগরে খৃঃ ১৭২০ সালে অতি ভয়ানক মড়ক হইয়াছিল ; তৎকালে তথায় যিনি যাজক নিযুক্ত ছিলেন তিনি অতি প্রশংসিত ভদ্র লোক ; সেই দুঃসময়ে তিনি স্বীয় যজমান দিগের বিবিধ প্রকার উপকার সাধন করেন. কথিত আছে তিনি একদা যাজক, শিক্ষক কবিরাজ এবং মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য নির্ব্বাহ করত যাবৎ উক্ত মহামারির শেষ না হয় তাবৎ কাল তথায় ছিলেন। পরে রাজা পঞ্চদশ লুই এবং তদানিন্তন পোপের নিকট বহু সন্মান প্রাপ্তের পর ১৭৫৫ অব্দে মানব লীলা সংবরণ করেন।

(২) পোপের মাতার দীর্ঘায়ু উল্লিখিত হইয়াছে।

(৩) কেন্ ও আবেল্ দুই সহোদর, বাইবেলে সৃষ্টি প্রকরণে কথিত হইয়াছে, যে ঈশ্বর প্রথমে যে নরনারীকে সৃষ্টি করেন তাহাদের কেন্ ও আবেল্ নামে দুই সন্তান হয়, কেন দুষ্টবুদ্ধি আবেল ঋজু, ধর্ম্মশীল ; দুই ভাই একদা ঈশ্বরোদ্দেশে বলি উৎসর্গ করিলে, কেনের বলি অগ্রাহ্য, ও আবেলের বলি গ্রাহ্য হইল. কেন্ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আবেলকে হত্যা করে।

সুশীল সন্তান জীর্ণ দিবসে দিবসে।
কিন্তু এ আক্ষেপ, বৃথা নিখিল কারণ,
কদাপি, ভূপতি যথা কখন কখন,
উল্লঙ্ঘনে রত, প্রিয় বয়স্যের তরে,
চির প্রতিষ্ঠিত রাজ-নিয়ম নিকরে,
কদাপি ভাঙ্গেন এক বিধি আপনার,
একি বিধি সর্ব্ব কাল এর ওর তার।
অগ্নি গর্ভ গিরি কি পণ্ডিত প্রয়োজনে,
অগ্ন্যুৎপাত, গর্জ্জন, রাখিবে সংগোপনে। (১)
বদলিবে সমুদ্র কি ভীম আস্ফালন,
কিম্বা বায়ু বিস্মৃত রহিবে সাইকলন্‌?
ভগ্ন গিরি চূড়াতলে তোমা নিরখিয়া,
আকর্ষণ অবনী কি রবে পাশরিয়া। (২)
পতন উন্মুখ কোন প্রাচীন মন্দির,
তব প্রাণ বাঁচাইতে থাকিবেক স্থির?
তবু মনোনীত নহে এই ভূমণ্ডল,
(যদিচ ইহাতে এত শঠতা প্রবল)
প্রিয়তর অন্যত্রে যাইতে অভিলাষ,
ভাল, চল, যথা শুধু সাধুর আবাস।
কিন্তু ভাব আগে, সেই সাধু পরস্পরে,
কেমন কুশলে, কিম্বা অসুখে বিহরে।
সাধু মাত্রে ঈশ্বরের বিশেষ যতন,
অবশ্য লভিবে সাধু জন কৃপা, ধন।

(১) এট্‌মা ও ভিসুভিয়স্‌ আগ্নেয় গিরিদ্বয়ের অতি নিকটবর্ত্তি যাইয়া অগ্ন্যুৎপাত কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া এম্পিডক্লিস্‌ এবং প্লিনী নামে দুই জন প্রকৃতি তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিত বিনষ্ট হন তদুদ্দেশে।

(২) আকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ।

কিন্তু কেবা সাধু অসাধু কে, বার্ত্তা সার,
ঈশ্বর ব্যতীত ঠিক বুঝে সাধ্য কার ?
কেহ বলে কল্‌বিনের শিরে বরষিল,
প্রভুর পবিত্র আত্মা অমৃত সলিল।
কেহ পুনঃ কহে তিনি নরকের দ্বার,
তাঁহা হৈতে অসুখী এ তাবৎ সংসার।
কল্‌বিন্ দুঃখী বা সুখীতে কেহ কয়, (১)
ভগবান্ আছেন অবশ্য, কেহ নয়।
এক জন প্রীত যাহে তাহে আর জন,
অসন্তুষ্ট অস্বীকৃত বিভু প্রশাসন।
এক বিধি বিরুদ্ধ মতস্থ দুই জনে,
সমসুখ প্রদ বল হইবে কেমনে ?
সাধুতম লোকেও এহেন বিসংবাদ,
শ্লাঘনীয় ধর্ম্ম তব, মম অপরাধ ?
বিধি সংকল্পিত. সৃষ্টি মঙ্গল আলয়,
এ অবনী সিজরের, টাইটসেরো নয় ?
কিন্তু সে দুয়ের মাঝে সুখী কোন জন ?
সিজর না টাইটস্ কর নিরূপণ,
প্রজারে বান্ধিল যেবা দাসত্ব শৃঙ্খলে।

---

(১) কলবিন্; লুথার ও কলবিন্ খৃষ্টধর্ম্ম সংস্কারক; একদা খৃষ্টধর্ম্ম অতি শোচনীয় কুসংস্কার ও ভ্রমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; প্রধান পুরোহিত পোপ যজমান দিগের নিকট আপনাকে অভ্রান্ত করিয়া তুলিয়া ক্রমে পরিত্রাণ পত্র বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন ইহাতে প্রথমে লুথার কলবিন্ প্রভৃতি কএক জন যাজক সমভিব্যাহারে লইয়া পোপের অনুগত রাজাদিগের নিকট গিয়া তদীয় অত্যাচারের প্রতিবাদ জন্য অনুরোধ করেন, তদবধি খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে রোমান কাথলিক এবং তৎ প্রতিবাদী প্রটেষ্টান্ট এই দুই দল হইল। প্রটেষ্টান্ট দিগের মধ্যেও লুথার ও কলবিনের মতের ঐক্যতা ছিল না সুতরাং তৎ তৎ মতাবলম্বী দিগের মধ্যেও দলাদলি উপস্থিত হয়।

কিম্বা যে বিবাদ মগ্ন, দিনেক বিফলে?
অধার্ম্মিক পূর্ণ, সাধু অন্ন বস্ত্র হীন,
অসম্ভব নহে, এত আছে চির দিন।
দোষই কি তাহাতে? ধর্ম্মের পুরস্কার,
অন্ন বস্ত্র নহে সেত শ্রমশীলতার।
হক সে অসাধু যদি কৃষি কার্য্য করে,
হউক অসাধু যদি সাগরে সাগরে;
যুদ্ধ কিম্বা তিমি হেতু করয়ে প্রয়াণ,
অবশ্য লভিবে অন্ন কভু নহে আন্।
সুজন দুর্ব্বল যদি উদ্যম বিমুখ,
প্রাচুর্য্য কদাপি নহে তুষ্টি তার সুখ।
মনে কর, সাধুরে প্রদত্ত বহু ধন,
আর কিছু তাঁর কি নহিবে আকিঞ্চন?
বিনা স্বাস্থ্য প্রতাপ, সম্পূর্ণ সুখ নয়,
ক্রমে চাহে যদি সে পার্থিব বস্তু চয়?
ধন, স্বাস্থ্য, প্রতাপ. তা পরে যদি বলে,
অসীম রাজত্ব বিনা কি ফল সকলে।
পুনঃ যদি কহে কেন নহিল মানব,
ঈশ্বর সদৃশ, ধরাপূর্ণ স্বর্গৌরব!
এরূপ জিজ্ঞাসে যেই কে বুঝাবে তারে,
যথেষ্ট দানিলা ধাতা কত সে ভাণ্ডারে।
যত শক্তি বাড়িত বাড়িত আশা তত,
নিরাকাঙ্ক্ষ কেবা? কোথা, রাখিত সে অত!
দেব তুল্য উন্নত হইলে নরগণ,
প্রকৃতির মাঝে কোথা থাকিত তখন।
পৃথিবীতে কিছু যাহা নাহি দিতে পারে,
বিনাশিতে কিম্বা, যাহা প্রাপ্ত কারাগারে,

আত্মার প্রশান্ত জ্যোতিঃ সু-আত্ম প্রসাদ,
ধার্ম্মিকের পুরস্কার, সেই যে আহ্লাদ।
ইহা হৈতে অধিক বাসনা যদি থাকে,
রথ অশ্ব প্রদান(১) করহ নম্রতাকে।
তরবারি ন্যায়েরে, জেতৃজন মান।
মন্ত্রীপদ-বসন, সত্যেরে কর দান।
সাধারণ হিতৈষীরে ঔষধ তাহার,
সাদরে প্রদান কর রাজত্বের ভার।
মন্দ বুদ্ধি নর! একি কভু সুসম্ভব।
ধর্ম্মের উচিত মান পার্থিব বিভব?
বাতুল মানব হেথা ব্যস্ত যার তরে,
তা দিয়া তুষিবে ধাতা পুনঃ অতঃপরে?
বয়াধিক্যে বালক বালক নহে আর,
তথাপি খেলনা বাঞ্ছা নহে শিষ্টাচার!
আফ্রিকা নিবাসী যথা যাচে মনে মনে,
বনিতা কুক্কুর স্বর্গে, যাবে তার সনে।
এদেহ ত্যজি সে যবে করিবে গমন,
স্বরগে, পর্ব্বত স্কন্ধে প্রত্যয় যেমন।
তুমি ও তাহারি মত থাক প্রত্যাশিত,
সকলি পাইবে তথা যা যা অভিপ্সিত।
ইহাও ভাবিও যে সে সামান্য বিষয়ে,

(১) রথ অশ্ব প্রদান ইত্যাদি। রথ অশ্ব প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য নম্রতার প্রার্থিত বস্তু নহে সুতরাং অনুচিত দান। তদ্রূপ ন্যায়কে তরবারি, এবং সত্যের মন্ত্রিপদোচিত পোশাক অনুচিত দান। সাধারণ হিতৈষী ব্যক্তিকে রাজত্বের ভার প্রদান করিলে তাঁহাকে সাধারণের হিতার্থ রাজদ্বারে অনুরোধে বিমুখ হইয়া পড়িতে হয়। সুতরাং রাজ্য ভার দেষহিতৈষিতার ঔষধ রূপে উক্ত হইয়াছে।

কিবা সুখ দিবে তথা, দিব্য জ্ঞানোদয়ে!
রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য, কি ধর্ম্ম পুরস্কার,
কিবা লাভ তাহে যাহে পূর্ণ বিঘ্ন তার।
কতবার এরূপ ঘটিল পৃথিবীতে,
যৌবনের সাধুভাব বিনষ্ট যষ্ঠীতে।
কারে ধন, সম্ভ্রম বা প্রত্যয় বিতরে?
আনন্দ সন্তোষ কিম্বা? সাধু ন্যায় পরে?
বিচার-পতি বা মন্ত্রী সভা সদ্‌গণ,
স্বর্ণ-লুব্ধ অসম্ভব নহে কদাচন,
শ্রদ্ধা প্রীতি কিন্তু কভু, অপ্রমিত ধনে,
নহিল, নহিবে ক্রিত হেনলগ্ন মনে?
নির্ব্বোধ! নতুবা তুমি হেন মনে কর,
সু-আত্মা-মানব প্রতি রুষ্ট-দীনেশ্বর।
প্রেমময় নরকুল-প্রীতি মূর্ত্তিমান,
হেন জনে কুপিত কদাপি ভগবান্?
আত্মা যার নির্ম্মল নিরোগ যাঁর দেহ,
হউন নির্ধন তিনি সুখী নিঃসন্দেহ।

মান অপমান আর, অবস্থা ঘটিত,
ভ্রমেও ভেবনা ইহা সত্য কদাচিত।
যেবা যেই অবস্থায় স্থাপিত হেথায়,
সুনির্ব্বাহে মান, তদন্যথা, মান যায়।
ভাগ্য বিভিন্নতা অল্প, যদি বুঝ সার,
চীরবাস কার, কার শতেক প্রকার।
চামারের কৌপীন, গুরুর সুধবল,
পট্টবাস নৃপেন্দ্রে, যোগীর বল্‌কল্।
এ হতে অধিক কিন্তু বিভিন্নতা আছে,
এ সব লঘুতা অতি লঘু, যার কাছে।

দেখ, যদি নর নাথ, কার্য্যে একবার,
উদাসীন সম, তবে কি দূর্দ্দশা তাঁর ?
কিম্বা গুরুদেব যদি চামারের মত,
অবশ্য বুঝিবে দুয়ে বিভিন্নতা কত।
গুণে ভদ্র লোক আর দোষে লক্ষ্মী ছাড়া,
তাহাতে প্রসংসা তাহে রেশম, চামড়া।
বিবিধ উপাধি তব অসম্ভব নহে,
রাজা কিম্বা রাণী যদি সুপ্রসন্ন রহে।
সৎকুল গৌরব, তাও পারে থাকিবারে,
আদিস্বর আনিলেন তোমার পিতারে !
কিন্তু যদি পিতৃ গুণে পুত্র গুণ ধর,
কহ কে কে আছিল সে কুলে ন্যায় পর।
বহু কালাগত কিন্তু যদ্যপি সে কুলে,
নষ্ট দুষ্ট বিনা সাধু না জন্মিলা ভুলে।
কি ফল হারাযে পিতৃ পিতামহ মান,
ত্যজ গিয়া এখনি সে কুল অভিমান।
আধুনিক বংশোদ্ভব ভাণ কর গিয়া,
প্রাচীন অধম কুল-কুলচি ঢাকিয়া।
নীচ, ভীরু, মদ্যপের মর্য্যাদা উদয়,
সমস্ত সাধুর শুক্রে হয় কি না হয়।
মহত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি কর অতঃপর,
সুধাও কোথায় সেই সম্মান আকর।
কোথা-আর মহত্ত্ব, শুনহ সাবধানে,
সংসার কহিছে উহা-বীরতা-যেখানে।
মহত্ত্বের দ্বিতীয় সোপান কেহ বলে,
দীপ্ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, রাজতন্ত্র কৌশলে।
মত্তভায়, যত শুর প্রায়ই, সমান,

দ্বাদশ চারলস্ (১) কিম্বা ফিলিপ সন্তান (২)।
জীবনের আশ্চর্য্য উদ্দেশ্য তাসবার,
নরকুল অহিত, সু-ইষ্ট কিবা আর।
পূর্ব্বাপর দৃষ্টি শূন্য সদা ব্যগ্র মন,
বিজয়ে, বিনাশে ব্রথা, মত্ততা এমন।
রাজ নীতি বিশারদ পণ্ডিত সকল,
অতীব কুটিল বুদ্ধি, সংশয় প্রবল।
নির্জনে, যখন কেহ নিকটে না থাকে,
আপনা না দেখি, ভীরু কহে যাকে তা
ভাল, যদি বিজয়ে, পারগ শুর দল,
চাতুরিতে পটু কিম্বা, কিম্বা বুদ্ধি বল,
তাবলে কি কুকর্ম্মাকে মহান সম্মান,
প্রদান বিহিত, নহে অহিত নিদান?
অসাধু কার্য্যেতে যেই সুনিপুণ অতি,
কিম্বা যেই সাহসে অসুর মত্ত হস্তী।
প্রথমে অধম আর দ্বিতীয়ে বাতুল,
এই আখ্যা ঠিক্; অতুত্তম নাহি ভূল।
সদুপায়ে সাধু ব্রত সাধিতে যে জন,
সদা যত্নবান্, থাকে যায় বা জীবন।
পুরুষ পুঙ্গব সেই জগত মাঝার,
মহান খ্যাতিতে সত্য অধিকার তাঁর।

(১) দ্বাদশ চারলস্ সুইডেনের অধিপতি, একাদশ চারল্সের পুত্র। ইনি ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে পিতৃ সিংহাসনে অধিরূঢ়হয়েন অতিবাল্য কাল হইতেই ইহাঁর আলেক জণ্ডারের মত দিগ্বিজয়াদি কার্য্যের বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। এবং পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে রাজ পদ পাইয়া অবধি নানা যুদ্ধে যাবজ্জীবন অতিবাহিত করেন। রুসিয়ার সম্রাট্ পিটারের সহিত যুদ্ধ যাত্রাই তাঁহার জীবনের এক মাত্র গৌরব বা অপযশের, বুদ্ধি মত্তা বা বাতুলতার কার্য্য।

( ) ফিলিপ-সন্তান আলেক জণ্ডারের পিতার নাম ফিলিপ।

অরিলস্ (১) সম তাঁর ঘটে রাজ মান,
কিম্বা সক্রেটিস্ মত কালকূট পান।
যশঃ কি? অপর বাক্যে কল্পিত জীবন,
আহা মৃত্যু আগে কীর্ত্তি-ছিন্নকত জন!
যতটুকু শ্রুত যশঃ তন্মাত্র তোমার,
অবশিষ্ট স্থিরতা-কি তোমার বা তার।
অনুভূত যাহা তা বা ব্যাপ্ত কত দূর,
তুমি তব পিতা, মাতা, মাতুল, শ্বশুর।
আর বৈরী দল হৃদে, শুভাশুভউভে,
সম আন্দোলিত উহা, কিম্বা লোভ ক্ষোভে।
আর সবে খ্যাতি কিম্বা অখ্যাতি তোমার,
সম গ্রাহ্য মৃত কিম্বা জীবিত সিজ্বার।
অথবা কখন কোথা লভিলা সম্মান,
রুবিকন্ (২) তটে কিম্বা নীল (৩) সন্নিধান।
কৌতুক কুশল ভাঁড় লঘু তৃণ প্রায়,
সর্দ্দার লগুড় লোক প্রতাড়িততায়।
ন্যায়পর সাধুর জনম, অধিষ্টান,
যতেক স্বজন মাঝে, একই প্রধান।

(১) অরিকলস মার্কস্ অরিলস্ জনৈক রোমীয় সম্রাট ১৬১ হইতে ১৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন। ইহাঁর সচ্চরিত্রতার বিশেষ খ্যাতি আছে। ইংরাজ রাজা আলফ্রেডের সহিত, ইহাঁর বিচক্ষণতার এবং ধর্ম্মের যেমন সৌসাদৃশ্য ছিল, দুঃখ ভোগ বিষয়ে ও ঠিক তদ্রূপ।

(২) ইটালি দেশের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র নদী ইহার উৎপত্তি টস্কানি প্রদেশ, এবং আড্রিয়াটিক্ হ্রদে মিলন। এই নদী পার হইয়া, জুলিয়স সিজার রোমরাজ্যের মধ্যে দারুণ গৃহ যুদ্ধ প্রজ্জ্বলিত করেন। সিজার সমগ্র রাজশক্তি আপন হস্তে লইয়া একাধিপত্য করিবেন আশঙ্কা করিয়া রোমীয় সাধারণ রাজসভা তাঁহাকে রুবিকন নদী পার হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। উচ্চাভিলাষী তাহা অগ্রাহ্য করত সহযোগীদিগের সহিত একাধিপত্যের জন্য বিষম বিবাদে প্রবৃত্ত হন।

(৩) নীল মিশর দেশের একটি নদী।

অসাধুর নাম, কীর্ত্তি, বৃথা চেষ্টা পায়,
সজীব রাখিতে, এ যে অসম্ভব দায়।
শ্মশান হইতে তুলি দোষীর বিচার,
হেন ভ্রষ্টাচার ভিষ্ঠে জগত মাঝার।
যে দেহ বিস্মৃতি দহে নিক্ষেপ কল্যাণ,
সে দেহ টাঙ্গায়ে গাছে দুর্গন্ধ বাড়ান।
যথার্থ গুণের, বিনা খ্যাতি অসঙ্গত,
মন খেলে হৃদি কিন্তু অনার্দ্র সদত।
সোৎফুল্ল হৃদয় এক মুহূর্ত্ত প্রমাণ,
নির্ম্মম জনের হৃষ্ঠ শতায়ুঃ, সমান।
পদানত মন্ত্রী বৃন্দে সিজ্বার যে সুখ,
লভিতে অশক্ত, যাহে সদা পরাংমুখ।
মার্শিলস্, (১) নির্ব্বাসিত তবু তাঁর মনে,
বিরাজিত সে আনন্দ দেখ প্রতিক্ষণে।
উন্নত বুদ্ধিতে, কহ, কিবা সুখোদয়,
কেবা জ্ঞানী? তুমি তাত জ্ঞাত সুনিশ্চয়।
অল্প মাত্র জানি মোরা এই যেই জানে,
পর ছিদ্র দেখে, কিন্তু নিজ ত্রুটি মানে।
সেই জ্ঞানী যথার্থ; নতুবা যেই জন,
অবিশ্রান্ত কার্য্যান্তরে ব্যস্ত অনুক্ষণ।
বিশেষ নৈপুণ্যে যেই ব্যাপৃত সদাই,
অদ্বিতীয়, গুরু কিম্বা সমকক্ষ নাই।
সত্যের প্রচার কিম্বা রাজ কার্য্য ভার,
কেই বা বুঝিবে, অত্যুন্নত বুদ্ধি তাঁর।

[১] মার্শিলস্ একজন প্রসিদ্ধ রোমীয় সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, ইনি যুদ্ধ সময়ে পম্পির পক্ষ হওয়াতে সিজার তাহাকে দেশ বহিষ্কৃত করিয়া

এক জন নাই যে না তাঁহারে ডরায়,
সাহায্য সম্ভাষা থাক্ দেখিয়া পলায়।
অতিশয় উন্নতি এ, দুঃখের নিলয়,
আপনারে যাহাতে অভ্রান্ত জ্ঞান হয়।
আর যাহে তিলেক এ দীর্ঘাষ্ট প্রহরে,
অবসর নাহি, এক অন্য চিন্তা করে।
দেখিলে ত একে একে যতেক বৈভব,
আর তার অনুসঙ্গ দুঃখ বা যে সব।
বিচার করিয়া এবে, কহ তার সার,
আপদ, অসুখ বাদে, সুখ কত কার।
একটি সুখের তরে কত টুকু ক্লেশ,
তাহে কি অভিষ্ট লব্ধ? দুঃখ মাত্র শেষ।
মহত্তর সম্পদ কি নহে এর সনে,
অতি অসঙ্গত সেত লব্ধ প্রাণ পণে।
এতাবৎ বিচার করিয়া পুনঃ যদি,
এ সুখ বাসনা তব বাড়ে নিরবধি।
অসার উপাধি তরে ব্যগ্রতা তোমার?
দেখ কি সেজেছে তাহে নৃপেন্দ্র কুমার।(১)
কাঞ্চন ঔজ্জ্বল্যে বিমোহিত তব মন,
অনুদার কৃপণেরে কর নিরীক্ষণ।
বিদ্যা বা উন্নত বুদ্ধি যদি বড় সাধ,
বেকনে দেখিয়া তার বুঝ পরমাদ।
বেকনের (২) বড় কে, পাণ্ডিত্যে পৃথিবীতে,
প্রতিভা, জ্ঞানেতে কিম্বা, নিকৃষ্ট চরিতে।

---

(১) নৃপেন্দ্র কুমার, "রাজা বাহাদুর" উপাধির অনুচিত পাত্র বিশেষ।

(২) বেকন্—প্রসিদ্ধ রাজনীতি বিশারদ বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত লার্ড বেকন সর নিকোলাস বেকনের পুত্র। ইহার বুদ্ধিমত্তা এবং পাণ্ডিত্যের বিশেষ প্রশংসা আছে। ইহাঁর রচিত সাহিত্য গ্রন্থ সকল অতি সমাদরে এখন পর্য্যন্ত পঠিত হইয়া আসিতেছে বিজ্ঞান বিষয়ে ইহাঁর নূতন আবিস্কার সকল লইয়াই ইংরাজি বিজ্ঞান-অট্টালিকা পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়িষ্ট এবং সুসজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। ইনি ইংলণ্ডের প্রধান ২ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অতি উচ্চ প্রধান বিচারপতির কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ ভাবে ঐ গুরুভার নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই। ধনলোভী হইয়া বিচার্থীর নিকট অর্থ গ্রহণ অপরাধে রাজ দ্বারে দণ্ডিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন অত্যল্প দোষে বহুগুণের যে বিনাশ তাহাই বেকনের ঘটিয়াছিল।

নাম, যশঃ গীতে যদি মোহিত হৃদয়,
দুর্য্যোধন দেখ কিবা যশের আলয়।
এসব একত্রে যদি চাহে তব মন,
পুরাবৃত্ত পড়ি, সবে শিখ অযতন।
পুরাবৃত্তে পাবে নাম যশঃ মান ধনে,
কৃত্রিম সুখের ভরা পূর্ণিত কেমনে;
রাজগণ স্নেহে, রাজ মহিষী সম্প্রীতে,
কোথা কে অসুখী সুখী, পাইবে দেখিতে।
রাজার প্রণয় ঠিক বালুকায় বাঁদ,
রাজ্ঞীর ভীষণতর মরিবার ফাঁদ।
রাজ সমাদর লাভ ঘটে যে উপায়ে,
কি জঘন্য হায়! শুনে জ্বর আসে গায়ে।
অপূর্ব্ব গৌরবে শোভে ভিনিশ নগরী, (১)
বিনির্ম্মিত কিন্তু সে কর্দ্দম মলোপরি।
রাজ সভা সদ্গণ, আহা মরি হায়?
আজ্ যে উন্নত, কাল অবসন্ন প্রায়,
প্রত্যেকে, দেখহ, গুণ দোষ স্রোত বহে।
একই প্রভাবে, কিছু কেহ নূ্ন নহে,
উন্নতি কারণ গুণ প্রভুর সন্তোষ।
মনুষ্যত্ব, বিচার অইত তব দোষ;
ইউরোপ মাঝে কভু বিজয় পতাকা।
উড্ডীন কাহার, কিন্তু নর রক্ত মাখা,
অথবা উৎকোচ লোভ সম্বৃত কি থাকে।

(১) ভিনিস্ ইটালি দেশে আড্রিয়াটিক হ্রদের তট পূর্ণ করিয়া লইয়া এই প্রাচীন নগর নির্ম্মিত হয়। ইহার শোভা ও সমৃদ্ধির ইয়ত্তা ছিলনা। রাজ সভাসদ্গণ রাজাদিগের তোষামোদাদি জঞ্জাল কর্দ্দমোপরি রাজ অনুগ্রহরূপ সুখসমৃদ্ধির সূত্রপাত করাতে ভিনিস নগরের সহিত সাদৃশ্য হইয়াছে।

মলিন বীরত্ব কার সে কলঙ্ক দাগে,
কেহ ভগ্ন দেহ, ধন সম্পত্তি সংগ্রহে।
কিম্বা কেহ নিমগ্ন বিরাম সুখ দম্ভে,
কার অপযশঃ লুঠি, দূর রাজ্য দেশ।(১)
কুণ্ঠিত তদ্ধেতু আজ, দ্বিতীয় ধনেশ,
অধম সমৃদ্ধি হায়! কোন্ পুণ্য কাজে,
না যায় কলঙ্ক তোর হেঁট মুখ লাজে।
ইহাদের শেষ গতি দেখ বা কি হয়,
তাই বা সুখের কোথা বিষাদ আলয়।
পেটুক কিঙ্কর কার, জরা সমাগমে,
আত্মসাৎ করিল তাবৎ ক্রমে ক্রমে।
কাহার বনিতা কিম্বা, পতি অনুরাগে,
লইলা সম্পত্তি যত তাঁর মৃত্যু আগে।
দ্বিতল ত্রিতল গৃহ সম্ভ্রম নিদান,
অন্য হস্তগত, দেখ, বৃদ্ধ ম্রিয়মান।
এই স্বায়ং প্রাতঃ বিভা দেখিয়াছ আগে,
মধ্যাহ্ন মুহূর্ত্ত সুখ যদি কহ রাগে (২)।
এত যশঃ এত মান, কিন্তু দেখ তার,
অত্যল্প গৌরব সবি লজ্জার ব্যাপার।
অতএব অবনিতে জান এই ঠিক,
এ হইতে মানবে কি জানিবে অধিক?
"ধর্ম্ম এক সুখ" আর সকলি অলিক,
ধর্ম্মই কেবল মাত্র অবিমিশ্র সুখ।
বিনা এক বিঘ্ন, বিনা কিঞ্চিৎ অসুখ,

(১) দূর রাজ্য দেশ—ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত ইংলণ্ডের মন্ত্রি সভার অনুগত লোক ভারত প্রভৃতি অধীন রাজ্য শাসনে নিযুক্ত হইয়া বিশেষ ধনৈশ্বর্য্য লাভ করেন। (২) অনুরাগে।

সদ্গুণ কেবল হেথা সমাদর পায়।
আদানে প্রদানে, সুখী সাধু সমুদায়,
অনুপম আনন্দ অভিষ্ট যদি ফলে।
দুঃখিত ও নহে সাধু বাসনা বিফলে,
যতই বাড়ুক সুখ বিস্বাদু না লাগে।
বরঞ্চ অধিক দুঃখে, প্রীত অনুরাগে,
নির্বুদ্ধিতা নির্ম্মম যে মহোল্লাসে চরে।
প্রশস্ত এমন কই, সেত শূন্যান্তরে,
ধর্ম্মাত্মার অশ্রু বিন্দু, চারু শোভা ধরে।
শুভ সর্ব্ব স্থানে, আর যখন তখন,
সদা হৃষ্ট অনুষ্ঠানে, সাধু ক্লান্ত মন।
অপর বিপদ পাত দুঃখের আলয়,
পরসুখে সাধু, চিত্ত বিষাদিত নয়।
আর এক, অন্যবিধ বাসনা অভাব,
যদি থাকে, ধর্ম্মের লাগিয়া তাত লাভ।
এই, হেন সুখ ধাতা করিলা নির্ণয়,
সর্ব্বলোক হেতু, এ দুষ্প্রাপ্য কার নয়।
অনুভব প্রবল, গভীর চিন্তা ধ্যান,
এতৎ সম্ভোগে কিন্তু সাধন প্রধান।
অসাধু কদাচ ইহা পারে লভিবারে,
ধনেতে কুবের, জ্ঞানে প্রসিদ্ধ সংসারে।
সাধু কিন্তু বিনা ধন, বিনা উপদেশ,
লভিবে এ সুখ, এক আশ্চর্য্য বিশেষ।
সম্প্রদায় বিশেষের নহে অনুচর,
আপন কল্পিত কিম্বা নাহি পথান্তর,
প্রকৃতি-ঈশ্বর দৃষ্ট প্রকৃতি বিজ্ঞানে।
দৃঢ় মন সদা সাধু তাঁহারি ধেয়ানে,

সেই সূত্র প্রতি তাঁর দৃষ্টি অনুক্ষণ।
সুসম্বদ্ধ যাহে এই নিখিল সৃজন,
স্বর্গ মর্ত্ত্য, কম্পিত যাহাতে মরামর।
সেই সূত্র প্রতি তাঁর নিয়ত নির্ভর,
কেহ নাহি পারে এক সুখ সম্ভোগিতে।
একাকী, অবশ্য হবে অন্যে অংশ দিতে,
সমস্ত জগতে এই ঐক্যতা দেখিয়া।
নিরূপণ করেন কি হেতু নর হিয়া,
কি হেতু মানব আত্মা; কিবা প্রয়োজনে।
সৃজিলা; বিশ্বাস, শাস্ত্র, নীতি, কি কারণে,
অবগত সাধু আদি অন্ত এসবার।
বিভু প্রীতি-কাম, আর নরে প্রেমোদার,
সাধু জন মাত্রে আশা, জগৎ মণ্ডলে।
নৈরাশের লেশ নাই সংকটের দলে,
আশা পূর্ণ আত্মা তাঁর, ত্রিদিব প্রত্যাশে।
অপ্রত্যক্ষ স্বর্গ দীপ্ত সাধু হৃদি চয়ে,
আশায় অমিত সুখ হয় উপজয়।
সুখ চেয়ে সুখময় সুখের প্রত্যয়,
বিশ্বাসী জনের মনে স্পষ্ট এই জ্ঞান।
কেন ধাতা মানবে করিলা আশা দান,
বিধাতার দান কভু ব্যর্থ নাহি হয়।
মানবে এদান ব্যর্থ নহিবে নিশ্চয়,
জ্ঞানময় ঈশ্বর যোজিলা এই দানে,
মানব শ্রেষ্ঠত্ব ধর্ম্ম, পরম কল্যাণে।
আপন উন্নতি কিম্বা জাতীয় মঙ্গল,
উভয় সাধনে, ইহা উৎসাহ প্রবল।
আত্মাদরী দেখ সে চালিত এ প্রকারে।

সামাজিক কার্য্যে, কিম্বা এসংসার পারে,
প্রতি বাসী সুখ শান্তি তোমার অন্তরে।
আপন সমান কিম্বা বেশি বল ধরে,
অমিত সদ্ভাব, সু-উদার তব চিত্তে,
অত্যন্ত অল্প কি তুমি তুষ্ট নহ ইথে।
বিস্তার জাতীয় প্রেম উন্মুক্ত হৃদয়,
প্রতিবাসী সুখি, ধর দুর, শত্রু চয়।
গ্রহণ করনা সে প্রণালীসিদ্ধ দানে,
স্পন্দান্বিত জীবমাত্রে, স্বধুকেন জ্ঞানে। (১)
দয়া যত, সুখ তত, সাধ্য পরিমাণ,
অত্যন্ত আনন্দ ত অত্যন্ত শান্তি দান।
বিধাতৃ মমতা আগে সৃষ্টি সমুদয়ে,
তাপরে অংশাদি প্রত্যেক বস্তু চয়ে।
নর আত্মা কিন্তু সে অংশাদি একে একে,
প্রীতি করি, প্রশস্ত প্রীতির অতিরেকে।
আত্মাদরে জাগ্রত, চালিত নরান্তর,
শান্ত হ্রদে লোষ্ট্রপাতে বৃত্ত নি-নিকর ;
হৃদ মধ্য আন্দোলিতে বৃত্ত ঊর্ম্মি চয়,
এক ক্রমে উঠিয়া চৌদিক সুবেষ্টয়।
শেষ প্রান্ত যাবন্না বেষ্টিত তাহার,
সদা বিস্তারিত বৃত্ত পুনঃবার বার।
প্রথমে মানব মিত্র মাতৃ পিতৃ রত,
প্রতিবাসী পরে, পরে স্বদেশ জগত।
বিস্তৃত মানব মন, ফুল্ল হৃদি তাঁর,

(১) স্বধু কেন জ্ঞানে ইত্যাদি। সর্ব্ব জীবে দয়াই প্রণালী সিদ্ধ দাতৃত্ব : অতএব স্পন্দ বিশিষ্ট অর্থাৎ জীব মাত্রে দয়া কর স্বধু কেন জ্ঞানবান মনুষ্যকে দয়া করিয়া ক্ষান্ত থাক।

গ্রাসিবে প্রত্যেক জীব যথা যে প্রকার।
চারি দিক বিহসিত সুখ দ্রব্য চয়ে,
বিধাতৃ প্রতিম দয়া নর স্ব হৃদয়ে।
ফিরি চল মিত্রবর, চল ফিরি যাই,
সমাপ্ত সংগীতে তুমি মম শক্তি, ভাই।
যখন কবিত্ব শক্তি নত নিম্ন দিকে,
যবে বা উন্নতি তাঁর ঊর্দ্ধ অন্তরীক্ষে।
তুমি শিখাইলে ইথে করিতে বর্ণন,
নর নীচ রিপুর সু-উচ্চ প্রয়োজন।
তব তৃপ্তি হেতু তব সুরুচি উদ্দেশে,
সসম্ভ্রমে নমিল হে বিষয় বিশেষে।
তব সহ মন্ত্রণা করিয়া কত বার,
ঋজু হৈতে গাম্ভীর্য্যে হইল আগুসার।
কভু বা সজীব, কভু তীব্র অতিশয়,
কদাচার সংশোধনে কভু রুষ্ট হয়।
সুতেজস্বী, সদ্ভাব সুসমর্থন তরে,
বাগ্মী, কিন্তু বিনা বৃথা বাক্য আড়ম্বরে।
সংকল্প সদত সত্য নিরূপণ সার,
কুতর্ক ছাড়িয়া সদা পূর্ণ শিষ্টাচার।
কাল স্রোতঃ প্রবাহে, কহ হে যশোধাম,
প্রবাহিত লভয়ে সম্মান তব নাম।
কহ হে থাকিবে কি এ ক্ষুদ্র মম তরি,
লভিতে একাংশ তার তাসহ সঞ্চরি?
নিধন যখন রাজা রাজ মন্ত্রী দল,
তাদের পুত্রেরা দুঃখী, বুঝি পিতৃ ছল।
প্রচারিবে এ সংগীত, সেই দূর দিনে,
সাহচর্য্যে সম্বর্দ্ধিলা তুমি এই দীনে?

তব সে প্রেরণা যাহে, কাব্যে নিয়ন্ত্রিত,
ভাষা নয়, সামগ্রী, কল্পনা নয় চিত।
বুদ্ধির মুকুরে বৃথা আলো অভিমান,
প্রকৃতির আলোকে, সে খদ্যোত প্রমাণ।
দেখাইতে বৃথা গর্ব্বে, সৃষ্টি সমুদায়,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, পূর্ণ, শিব-অভিপ্রায়।
প্রজ্ঞা, আত্মাদর সৃষ্ঠ মানব মণ্ডলে,
সাধিতে একই কায, ছলে বা কৌশলে।
আত্মাদরে স্বার্থ মাত্র, করয়ে সন্ধান,
অলীক একথা, তার লোকে ধর্ম্মে টান।
ধর্ম্মেতেই সুখ, তাহে কৈবল্য সঞ্চয়,
আর আত্ম পরিচয় জ্ঞান শিবময়।

মানবতত্ত্ব কাব্য সমাপ্ত।

সর্ব্ববাদি সম্মত স্তোত্র।

নিখিল কারণ, ওহে! সর্ব্ব-জন পিতঃ।
চিরকাল, তুমি প্রভু সর্ব্বত্র পুজিত ;
সাধু, বন্য কিম্বা-জ্ঞানী যত জগজ্জন,
জিহোবা (১) তোমারে, কেহ প্রভু জোভ (২) ক'ম

হে আদি কারণ, ভূমা, কে জানে তোমায়,
প্রদত্ত যে জ্ঞান তাহে এই জানা যায় ;
তুমি সর্ব্ব শিবময়; আমি নিরন্তর,
নিতান্ত সসীম-জ্ঞান, অন্ধ ভ্রমপর।

অন্ধ তবু হেথা যথা অবস্থা আমার,
ভাল মন্দ বিচারে দিয়েছ অধিকার ;
তাবৎ সংসারে বাঁধি অভেদ্য বন্ধনে,
বাড়ায়েছ মানবেরে স্বাধীনতা ধনে ;

বিবেক আমারে যেই কার্য্য আজ্ঞা করে,
নির্দ্দেশ করে বা যাহা, ত্যজিবার তরে,
নরক সমান যেন নিষিদ্ধ বর্জনে।
বিধি রক্ষা স্বর্গ সম খুঁজি প্রাণপণে,

তব সদাব্রতে পাই যত দ্রব্য চয়।
ভোগ করি সবে যেন কৃতজ্ঞ হৃদয় ;
তুমি তুষ্ঠ জানি যদি নরে তব দান।
উপভুক্ত ; দান উপভোগে দাতৃ মান,

(১) জিহোবা,—হিব্রু ভাষায় সর্ব্ব সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর এই নামে অভিহিত হন। এই আখ্যা ঈশ্বরের সয়ম্ভুত্বের প্রতিপাদক।

(২) জোভ ;—লাটিন ভাষায় ঈশ্বর জোভ নামে আখ্যাত। ফলতঃ নানা দেশে নানা ভাষায় পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম! প্রভু, স্বামিন্ প্রভৃতি সেই অনির্ব্বচনীয় পুরুষের সম্বোধন এবং আখ্যা।

স্তোত্র।

এক এই পৃথিবী প্রাদেশ মিত স্থানে।
রাখ নাই বান্ধিয়া আমার বুদ্ধি জ্ঞানে;
মানব ঈশ্বর তুমি আর কার নয়,
কেমনে কহিব, চারি দিকে লোকচয়?

এই সুদুর্ব্বল হস্ত যেন নাহি যায়,
নিক্ষেপিতে তব বজ্র কাহারো মাথায়;
দুঃখ দিতে কিম্বা কারে, কেন কি কারণে?
তোমার বিরুদ্ধতারা অনুমানি মনে।

অভ্রান্ত যদ্যপি আমি মোরে দয়া কর,
অভ্রান্ত পথেতে যেন, থাকি নিরন্তর;
আর যদি কুপথে পতিত ভ্রম বশে,
শিখাও উঠিতে মোরে, দিবসে দিবসে।

না ঘটে এ চিত্তে যেন, দম্ভ অভিমান,
অসন্তোষ কিম্বা না পেয়ে ইষ্ট দান;
যা কিছু দিয়েছ, শুভ তব অভিপ্রায়,
অশুভ জানিয়া অন্য না দিলা আমায়।

পর দুঃখে, দুঃখ প্রভু শিখাও আমারে,
পর দোষো অধীন ঢাকিতে যেন পারে;
যেই দয়া অপরে দেখাই ভগবান্,
সেই দয়া মোরে তুমি কর সুবিধান।

নীচ যদি, তথাপি নিতান্ত নীচ নয়,
তুমি যে দিয়েছ মোরে এ প্রাণ, হৃদয়।
যথা যাই সঙ্গে আজ্ থেক হে সদাই,
'ক জানি বাঁচি কি আজ্ মরি ঠিক্ নাই।

স্তোত্র।

অদ্যকার অন্ন দিও, দিও শান্তি আর,
আর যে আকাশ নিম্নে দ্রব্য নানাকার ;
কি দিবে না দিবে তার তুমি জান ভাল।
তব ইচ্ছা সম্পন্ন হউক চির কাল।

তবোদ্দেশে, যাহার মন্দির সু-আসন,
সর্ব্বত্র, বিস্তীর্ণ ধরা, সাগর গগন ;
তবোদ্দেশে, করুক্ সকলে স্তুতি পাঠ,
যশঃ ধূপ দান আর, সর্ব্ব সৃষ্টি ঠাট।

সমাপ্ত।